প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারী, ১৯৬০

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

মুদ্রাকর :
অজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১।১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা-৬

মঁসিয়ে ভের্দু কে মেনে নিতে পৃথিবীর দর্শক কি কখনো জানতে চেয়েছেন যে ভের্দুর দোসর রক্তমাংস নিয়ে পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না ?

শিল্পের দর্শনে, পঠনে, শ্রবণে ও বিচারে যে এক ধরণের আত্মনিবেদনের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং শিক্ষক-সুলভ শাসানি যে বিষবৎ পরিত্যাজ্য এই কথাটাই এক্ষেত্রে আমরা বলতে চাই বড়ো করে।

॥ পাঁচ ॥

চিত্রনাট্যে যান্ত্রিক শব্দ যথাসম্ভব পরিহার করা হয়েছে। করেছি পাঠকের সুবিধার্থে, পাঠ্যবস্তুর নিয়ম মেনে, সাহিত্যের সঙ্গে চিত্রনাট্যের সহ-অবস্থানের প্রয়োজন বোধে।

॥ ছয় ॥

হয় তো কিঞ্চিৎ আক্রমণাত্মক ঢং-এই আমরা আমাদের বক্তব্য রাখলাম। এভাবে লেখার কারণ: অতীতে এই নিয়ে এই বিষয়ে বিভিন্ন শিল্পকর্ম নিয়ে অল্পবিস্তর তর্ক উঠেছে দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকায় এবং তাই নিয়ে কোনো কোনো মহলে, বিশেষ করে এদেশে, কিছু তিক্ততা, কিছু বা উষ্মা প্রকাশ পেয়েছে মাঝে মধ্যেই। সেই অতীত অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করেই বর্তমান এই মুখবন্ধ।

মৃণাল সেন

ভোর হচ্ছে। রুক্ষ মাটি আর টিলা-পাহাড় ছড়ানো এক তেপান্তরের মাঠ। মাঠের মধ্যে উঁচু মতো একটা ঢিবির চূড়োয় তালপাতার ঝোপরা। ভেঙ্কায়া ভেতরে ঘুমিয়ে আছে। ক্যামেরা এগিয়ে যায় ভেঙ্কায়ার কাছে। কুঁড়ে ঘরের ফাঁক ফোকর দিয়ে ভোরের আলো এসে পড়েছে ভেঙ্কায়ার গায়ে। দূরে মোরগ ডাকে। ভেঙ্কায়ার শরীরটা একটু নড়ে চড়ে ওঠে, ঘুম ভাঙার আগে যেমন হয়। আবার মোরগ ডাকে। ভেঙ্কায়া এক সময় উঠে পড়ে।

ভেঙ্কায়া বাইরে আসে। ভোরের আলো এখন আর একটু উজ্জ্বল—আকাশটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে ভেঙ্কায়া আড়মোড়া ভাঙে, ছোট্ট হাই তোলে…খালি গা, পরনে নেংটি, শাদা কালো লম্বা চুল উড়ছে মুখের চারপাশে। উঠোনের চারধারে বোল্ডার, কঠিন পাথরের বড় বড় চাঙ্—যেন কোন অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণ ঠেকানোর জন্য খালি গা নেংটি সর্বস্ব এক বুভুক্ষু পাথরের দুর্গ বানিয়ে রেখেছে।

ভেঙ্কায়া বয়স আর ঘুমের জড়তা নিয়ে ধীর পায়ে গিয়ে বসে উঠোনের মধ্যিখানের পাথরের টুকরোটার উপর। কি একটা পোকা উড়ে

এসে গায়ে বসে···হাতের চেটোয় গায়ের সঙ্গে পিষে দেয় পোকাটাকে। নির্বিকার তাকায় এদিক ওদিক। রুক্ষ ধুধু মাঠ, পাহাড় পাহাড় আর চতুর্দিকে ইতস্তত ছড়ানো অসংখ্য প্রস্তর খণ্ড। মনে হয় যেন অতিকায় শিলাবৃষ্টিতে আচ্ছন্ন এক অভিশপ্ত ভূখণ্ড।

ভেঙ্কায়া এগিয়ে যায় উঠোনের ওপাশের বড় পাথরটার দিকে। কাছেই চারখানা সরু গাছের ডালের উপর তালপাতার ঢাকনা দেয়া রান্নাঘর। যেমন তেমন একটা উনুন অব্যবহারে প্রায় নিশ্চিহ্ন। ঘরের দিকে পিঠ করে বড় পাথরটার গা ঘেঁষে ভেঙ্কায়া দাঁড়িয়ে পড়ে। ক্যামেরা তার মুখোমুখি। বোঝা যায়, পরনের নেংটিটা কিঞ্চিৎ বে-আব্রু করে সে পেচ্ছাব করছে। ভেঙ্কায়া তখন তাকিয়ে আছে লেন্সের ভিতরে, অভিব্যক্তিহীন···যতোটা সময় ওভাবে থাকা দরকার থাকার পর দাওয়ার কাছে ফিরে আসে। সূর্যোদয়ে উজ্জ্বল পৃথিবীর উপর পেচ্ছাব করে ভেঙ্কায়ার জীবনের আর একটা দিন শুরু হোল।

কুঁড়ে ঘরের লাগোয়া একটা সঙ্কীর্ণ দাওয়া। ভেঙ্কায়া এসে ওখানে বসে। ঘরের ভিতর থেকে ছেলে কিষ্টার ডাক শোনা যায়।]

কিষ্টা [নেপথ্য] বাপ, বা—প, বা—প!

ভেঙ্কায়া কেন?

কিষ্টা [নেপথ্য] রা দিসনা কেন?

কিষ্টা বেরিয়ে আসে ঝোপরার ভিতর থেকে।

ভেঙ্কায়া • এইতো দিলাম।

কিষ্টা গা-পিঠটা একটু চুলকে নিয়ে জিজ্ঞেস করে—

কিষ্টা কামে যাবি, আজ?

ভেঙ্কায়া না।

কিষ্টা যাবি না!

ভেঙ্কায়া না।

কিষ্টা একটু তেতে ওঠে।

কিষ্টা তো খাবি কি আজ?

ভেঙ্কায়া কাল ভাববো।

কিষ্টা কাল?

ভেঙ্কায়া হ্যাঁ, কাল।

ভেঙ্কায়া আবার শুয়ে পড়ার উপক্রম করে।

কিষ্টা আর আজ? আজ কি করবি?

ভেঙ্কায়া কাল যা করেছিলাম। উপোস দেব।

কিষ্টা বিরক্ত মুখে বাপের দিকে তাকায়। বাপের কথাটা পছন্দ হয় না। নিতান্ত অসন্তুষ্ট

কিষ্টা হনহনিয়ে যেখানে বাপ পেচ্ছাব করেছিল সেখানটায় গিয়ে দাঁড়ায়। পিছন থেকে বাপের ধমক-মেশানো কথাগুলো শুনতে থাকে।

ভেক্কায়া জোয়ান মরদ···ক্ষিধে জয় করতে শিখলি না, হারামজাদা! দেখছি, রাজার ঘরে জন্ম নেয়া উচিত ছিল তোর! চারবেলা পেটপুরে খেতে পেতিস! রাক্ষস!

পেচ্ছাব করছিল কিষ্টা। ওখান থেকেই খেঁকিয়ে ওঠে—

কিষ্টা গাল পাড়ো কেন সাতসকালে? আমি কি বলেছি রোজ রোজ খেতে হবে?

কিষ্টার পেচ্ছাব হয়ে গিয়েছে। দাওয়ার দিকে ফিরে আসে। বাপ ওখানেই শুয়ে পড়েছে। বাপের পায়ের কাছটায় কিষ্টা ধপ্ করে বসে পড়ে। সে বোঝে, বাপ একটু রেগেছে। বাপের পায়ে দুএকবার হাত বোলায়। নরম গলায় জিজ্ঞেস করে—

কিষ্টা বলছিস,—কাল কামে যাবি?
ভেক্কায়া দেখি।

কিষ্টা বাপের দিকে তাকায়। বাপের মতলবটা

আঁচ করতে পারে না। বাপ এবার রীতিমত তেতে ওঠে।

ভেঙ্কায়া তোরে এত কামে পেয়ে বসেছে কেন বলতো ?

কিষ্টা কামের জন্য কামের কথা বলছি না কি ?

ভেঙ্কায়া একটু আশ্বস্ত হয়।

ভেঙ্কায়া হুঁ ! নে···শুয়ে পড়···শুয়ে পড়।

কিষ্টাকে অসহায় লাগে।

কিষ্টা ঘুমটা ভেঙে গেল অসময়ে !

ভেঙ্কায়া দুচোখ বুজে বলতে থাকে···একটানা। ঘুমের আলস্যে জড়ানো কথাগুলো যেন গড়িয়ে গড়িয়ে আসে—

ভেঙ্কায়া ঘুম ভাঙলো তো আবার ঘুমো। সময়ের অভাব না পালিয়ে যাচ্ছে। সারা দিনটা পড়ে আছে। দিন যায় তো সাঁঝ আসবে। সাঁঝের পরে রাত···চাদ্দিক নিঃঝুম করে রাত আসবে। রাত বাড়বে। বাড়তে বাড়তে রাতখানও ফুরিয়ে যাবে। আর রামুলুর লাল মোরগটা তক্ষুনি উঠোন ছেড়ে লাফিয়ে উঠবে চালায়—ডাকবে কোঁরকো-কোঁ কোঁ···

অবিকল মোরগের মতো ডেকে ওঠে ভেঙ্কায়া। নিজের শোবার জায়গাটা ঝাড় দিতে দিতে

কিষ্টা বাপের গলায় মোরগের ডাক শুনে ঘুরে তাকায়। মজা পায়। হেসে ফেলে। বলে—

কিষ্টা আর জন্মে তুই বাপ নির্ঘাৎ মোরগ ছিলি।

খিক্ খিক্ করে হাসতে থাকে কিষ্টা।

দূরে টিলা। মস্ত মাঠ…মাঠের বিস্তার। জনহীন ধুধু-ধূসর মাঠ ধরে এগিয়ে আসছে বাপ-বেটা। কিষ্টার মাথায় খালি একটা দুটি প্রাণী কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। হাঁটছে তো হাঁটছে—মাঠ ফুরোয় না। পথের শেষ নেই। ওরা চলছে চলছে চলছে। এই নিরন্তর চলার উপর ছবির পরিচয়-লিপি ভেসে ওঠে—একটার পর একটা লেখা আসে পর্দায়। একসময় বাপ বেটা মিলিয়ে যায় পর্দা থেকে। দু-এক মুহূর্ত তারপরেও লেখাগুলো চলতে থাকে। লেখা ফুরোয়।

মাটি কাটা হচ্ছে। শাবল কোদালের কোপ পড়ছে মাটিতে। মেয়ে পুরুষ কাজ করছে—জোয়ান-বয়স্ক নানা বয়সের মজুর। বাচ্চা কোলে মায়েরাও মাঠে নেমেছে। একদল মাটি কাটছে, বেলচা ঠেলে ঝুড়িতে মাটি ভরছে আর একদল; একজনের মাথা থেকে অন্য মাথায় লাফিয়ে লাফিয়ে মানুষের দীর্ঘ লাইনের শেষে গিয়ে ঝুড়ি খালি হয়। খালি ঝুড়ি ফিরে

আসে হাতে হাতে ; মাটি ভর্তি ফিরে যায় মাথায় মাথায়। দুপুরের রৌদ্র মারমূর্তি হয়ে ওঠে... মাথা পুড়ে যায়, ঘামে ভিজে ওঠে শরীর। কাজের বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। কাজ চলছে পুরোদমে।

মাঠের সংলগ্ন উঁচু রাস্তা ধরে জমিদারের সরকার হনহনিয়ে হেঁটে আসছে। সরকারের পিছন পিছন আসছে সেরেস্তার একজন কর্মচারী। দূর থেকে মনে হচ্ছে খুবই ব্যস্ত এই সরকার। কথা বলছে উত্তেজিত ভাবে, হাত পা নাড়ছে ; হাতে লাঠি মাথায় পাগড়ি ব্যস্তবাগীশ মানুষটা থেমে নেই।

ক্যামেরা ওদের কাছে যায়। সঙ্গের লাঠিয়াল কর্মচারীটিকে সরকার উত্তেজিত ভাবে সমানে ধমকে চলেছে। দ্রুতপায়ে হাঁটছে। রোদ্দুরে চিকচিক করছে কানে বেঁধানো অলঙ্কার।

সরকার কেন? কামের লোকের আকাল পড়েছে নাকি? আর কটা মুনিষ জোটাতে পারলে না! গায়ে ফুঁ দিয়ে জমিদারের কাম হয় না! পাঁচখান গাঁয়ে একবার ঘুরে এলে মুনিষের অভাব? হা-ভাতের জাত সব...মাগনা কাজ করাচ্ছি!

কথা বলতে বলতে সমান উত্তেজনায় সরকার

হনহন করে চলতে থাকে। কর্মচারীটি নীরবে মাথা নীচু করে অনুসরণ করে। ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর, মাথার উপর নীল আকাশ, প্রকাণ্ড আকাশ। নীচের মাঠে কাজ চলছে। সরকারের উপস্থিতিতে মানুষগুলো আরো ব্যস্ত, কাজ আরো দ্রুত। ধমক খাওয়া কর্মচারীটি নিরীহ গলায় বলে—

কর্মচারী ধান কাটাই-এর মরশুম—ক্ষেতের কাম ফেলে কেউ আসতে রাজী হচ্ছে না।

সরকার এবার অগ্নিমূর্তি। ঘুরে তাকায়।

সরকার কি? তা বলে জমিদারের কামে মুনিষ জুটবে না! এ হয়েছে কখনো, না কেউ কোনকালে শুনেছে? কথাটা মুখবুজে হজম করলি!

আরো খানিকটা হেঁটে যায় সরকার।

সরকার ব্যাটাদের সব সময় পায়ের তলায় রাখতে হয়—যতো চাপ পড়বে ততো তেজ মরবে—বুঝেছ?

হঠাৎ সরকারের নজর পড়ে পায়ের কাছের ঝুড়িটার উপর। খালি ঝুড়িটা পথের উপর বেকার পড়ে থাকতে দেখে হাঁক দেয়—

সরকার	ঝুড়ি কার? যত ফাঁকিবাজের আড্ডা হয়েছে এখানে!

হাতের লাঠিটা দিয়ে ঝুড়িটা তোলে আকাশের দিকে।

সরকার	কার ঝুড়ি?

উঁচু পথটার ওধারে নীচের জমিতে ঝোপটা নড়েচড়ে ওঠে। ঝোপের আড়ালে বাপ বেটা বিশ্রাম করছিল। কিষ্টা মাথা উঁচু করে ছাখে, মুখে চুট্টা…সরকারের চোখে কিষ্টা ধরা পড়ে যায়। ভীত অপরাধী ভাব নিয়ে কিষ্টা মুখের চুট্টাটা ছুঁড়ে ফেলে সরকারের দিকে উঠে আসে।

সরকার কিষ্টাকে ভালো করে নজর করেই ক্ষেপে ওঠে।

সরকার	এটা কে? ভেঙ্কায়ার ব্যাটা না? খুঁজেপেতে এই অকম্মাটারে এনে জুটিয়েছ?

কর্মচারীটি নিজের দোষ ঢাকতে কিষ্টার উপর দ্বিগুণ চটে ওঠে।

কর্মচারী	কামে ফাঁকি দিয়ে ধোঁয়া গেলা হচ্ছে? ফাঁকি দিয়ে যাবি কোথায়? রোজের পয়সা নিতে হবে না? যা কামে যা!

ধমক খেয়ে ঝুড়ি নিয়ে কাজে যায় কিষ্টা। হঠাৎ সরকারের কি মনে হয়।

সরকার সব্বনাশ করেছে! এ অকম্মাটা যখন এসে জুটেছে, নির্ঘাৎ এর বাপটাও এসেছে। দুটোতে জোড়ে ওঠে জোড়ে বসে। কোথায় সে হারামজাদা?

সরকার চারদিক তাকায়। ভেঙ্কায়া হামাগুঁড়ি দিয়ে ঝোপের আড়াল ধরে পালাচ্ছিল। সরকার হাঁক পেড়ে ওদিকে তাকাতেই ঝুপ করে মাটিতে বুক দিয়ে গিরগিটির মতো চলতে থাকে। ভেঙ্কায়া ধরা পড়ে না। লুকিয়ে পালিয়ে কাজে যায়।

কাজ। কাজ। কাজ। মাটি কাটার কাজ চলছে সমান তালে। কাজের মানুষের দলে এবার ভেঙ্কায়া আর কিষ্টাকে দেখা যায়। কাজের মধ্যে বাপ-বেটা আর গাঁয়ের লোকের সঙ্গে টুকরো টুকরো কথাবার্তা চলে। ভেঙ্কায়া নিজের মাটি ভর্তি ঝুড়িটা ছেলের মাথায় তুলে দিয়ে ফিসফিসিয়ে ধমক দেয়—

ভেঙ্কায়া বসে বসে মজা মারতে শিখেছিস আর বুদ্ধি খাটাতে শিখিসনি? ঝুড়িটাকে সামনে নিয়ে বসলে হোতনা? রাস্তার মাঝখানে না রেখে?

কিষ্টা উত্তর দেয় না, মুখটা গোঁজ করে ঝুড়ি মাথায় এগোয়। রামাইয়ার মাথায় ঝুড়িটা তুলে দিতেই রামাইয়া বলে—

রামাইয়া ঐ শনির দৃষ্টি যখন একবার তোর উপর পড়েছে, সহজে নিস্তার দেবে না।

নিরুত্তর কিষ্টা রামাইয়ার খালি ঝুড়িটা বাপকে দিয়ে বাপের মাথার ঝুড়িটা নেয়। বাপ বলে—

ভেঙ্কায়া বিড়ি আমি ফুঁ কিনি? আমার নাগাল পেয়েছে? ও ডালে ডালে চলে তো পাতায় যাবো।

বাপের কথার জবাব দেয় না কিষ্টা। আগের মতো ঝুড়ি মাথায় মুখখানা ভারি করে রামাইয়ার কাছে হাজির হয়।

রামাইয়া ধমক মেরে কি বলছিল? শালার মরণ নাই। সাপের বাচ্চা।

কিষ্টা আবার বাপের দিকে ঘুরে আসে। এবার অসহায় মুখে বলে—

কিষ্টা বলছে, মজুরী কেটে নেবে।

ভেঙ্কায়া পাখান জড়িয়ে ধরবি…কেন্দে পড়বি সোজা। বাপ বলে ডাকবি। কাটবে না।

রাস্তা থেকে অনেক উঁচুতে পাথুরে টিবির উপর কাছারিবাড়ি। বারান্দায় বসে সরকার মুনিষদের রোজের পয়সা দিচ্ছে। নীচের রাস্তায় দল বেঁধে বসে আছে মেয়ে-পুরুষ মজুরের দল। বিকেলের মরা আলোয় ওদের কালোকুলো শরীরগুলো আরো বিবর্ণ। বসে থাকা মানুষগুলোর মধ্যে মাটিতে গোঁজা কতকগুলো শাবল উঁচিয়ে আছে। লোহার শাবলের ফাঁক ফোকর দিয়ে কালো মানুষগুলোকে দেখলে আচম্বিতে মনে হয়, কোন এক অদ্ভুত কয়েদখানার গরাদের আড়ালে একদল শতছিন্ন প্রাণী!

সরকার এক এক করে ওদের ডাকে—

সরকার এ পুলগাইয়া আয় তাড়াতাড়ি!

ডাক চলতে থাকে—রামাইয়া…এলম্মা… সুব্বাইযা…এক একজন নীচু থেকে উঠে আসে বারান্দায়। আঁজলা পেতে কিংবা আঁচল মেলে যেন ভিক্ষা নেয়। জলচৌকির উপর কাপড় বিছিয়ে পয়সা স্তূপ করে রাখা আছে। সেরেস্তার কর্মচারী পাওনা বুঝে পয়সা ছুঁড়ে দেয়। ওরা পেন্নাম জানিয়ে এক এক করে চলে যায়।

কিষ্টা ভেঙ্কায়া আর দু-একজন আলাদাভাবে বারন্দার কোণে বসে আছে। ওদের সম্পর্কে নালিশ আছে বলেই এই ব্যবস্থা।

ডাক চলতে থাকে। মজুরের দল এক এক করে আসে যায়। নীচের জমায়েত ফাঁকা হতে থাকে।

এক সময় সরকার কর্মচারীটিকে মনে করিয়ে দেয়—

সরকার ভেঙ্কায়ার ছেলেটার ডাক এলে মজুরীর অধেক কেটে রাখবি। আমার তাড়া আছে, উঠতে হবে। শেষের দিকে ডাকবি ওকে, বুঝেছিস?

কথাগুলো বাপ-বেটার কানে যায়। ভেঙ্কায়া ছেলেকে খোঁচা মারে। কিষ্টা কেঁদেকেটে ভেঙে পড়ে। নিজের গালে নিজের হাতে থাপ্পর দিতে দিতে বলে—

কিষ্টা হুজুর! হুজুর! এবারের মতো মাফ করে দেন, হুজুর!

সরকার ধমক দেয়—

সরকার থাম!

কিষ্টা থামে না। গাল চাপড়ায় আর বলে—

কিষ্টা এই নাকমলা খাচ্ছি, কানমলা খাচ্ছি! মরা মায়ের নামে কিড়া কাটতেছি! আর কোনদিন হবে না!

দুচারটে ধমক দিয়ে তড়বড়িয়ে উঠে পড়ে সরকার। কিষ্টার কান্নাকাটি তাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি। নীচের পথ ধরে দ্রুত চলে যেতে থাকে। বাপের নির্দেশে সরকারের পিছু নেয় কিষ্টা। নির্বিকার সরকারের কাছে তার অনুনয় চলতে থাকে—

কিষ্টা আপনি আমাদের মা-বাপ হুজুর! পায়ে পড়ি হুজুর!

সরকারের পিছু নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে কিষ্টা। ক্রমশ দূরে চলে যায় ওরা…মিলিয়ে যায় পথের বাঁকে।

ভেক্কয়া নীরবে সব দেখে। তার ডাক আসতে হাত পেতে পয়সা নেয়। গুণে দেখে। তারপর স্তব্ধ মানুষটা নিজের পথের দিকে ঘুরে তাকায়।

রাত নিশুতি হচ্ছে। সারা গ্রাম নিঃঝুম। কেবল শুঁড়িখানার ভেতরটায় চলছে হুল্লোড়! টিমটিমে লণ্ঠনটা খুঁটির গায়ে ঝোলানো। আলো-অন্ধকারের ভৌতিক পরিবেশে চৈতন্য হারানো কয়েকটা প্রাণী পরমানন্দে কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছে। শুঁড়িখানার ভাঙা দেওয়ালের মাঝখানে ছত্রাখান মানুষগুলো যে-যার জগৎ নিয়ে বসে আছে—হেলে, বেঁকে,

ছড়িয়ে এক বিচিত্র আচ্ছন্নতায় তারা মশগুল। কোণের দিকের দরজাটার কাছে বসে আছে রামুলু আর মূর্তি। মদের হাঁড়িটার মুখে মঙ্গলঘটের মতো পাতা সাজিয়ে হাতে তুলে নেশাগ্রস্ত রামুলু হাঁড়ি বন্দনা করছে। মূর্তি গান গেয়ে চলছে। রামুলুও যোগ দেয়।

গান তালবৃক্ষ মহাবৃক্ষ আত্মীয় সমান।
তাদের রসে পূর্ণ হাঁড়ি মোদের ভগবান…
তাড়ি গিলে বুঁদ হও সবে কেষ্টর সন্তান…
আহা কেষ্টর সন্তান।

ঘরের মাঝখানটায় খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে ভেঙ্কায়া। নেশায় আচ্ছন্ন, যেন ধ্যানস্থ। পাশে কিষ্টা—নেশায় থমথম করছে মুখ। সামনে মদের হাঁড়ি। অগাধ আচ্ছন্নতার ভিতর থেকে একসময় ভেঙ্কায়া বলে ওঠে—

ভেঙ্কায়া আহাম্মকে শুধু খেটে মরে।
কিষ্টা কি বললি?
ভেঙ্কায়া বললাম, আহাম্মক। তুই।
কিষ্টা কেন?
ভেঙ্কায়া সে কথাই তো বলছি।
কিষ্টা বলো।
ভেঙ্কায়া তুই আজ কি করলি?
কিষ্টা কি করলাম?
ভেঙ্কায়া খেটে মরলি, মাটি বইলি।

কিষ্টা তা তুমিও তো বইলে ।
ভেঙ্কায়া সে কথাই তো বলছি ।
কিষ্টা বলো ।

শুঁড়িখানার দেওয়াল ঘেঁষে দোকানীর ঘর। সেখান থেকে একটি মেয়ে দ্রুত পায়ে ভেঙ্কায়ার কাছে মদের চাট রেখেই চলে যায়। ভ্রূক্ষেপ-হীন ভেঙ্কায়া তার পুরনো কথার খেই ধরে বলে চলে

ভেঙ্কায়া তুই বিড়ি ফুঁকতে এলি ।
কিষ্টা তা বিড়ি দিল একজন ভালো মনে।
ভেঙ্কায়া তা বিড়ি ফুঁকে কি হোল ?
কিষ্টা অর্ধেক পয়সা দণ্ড হোল । বাপ বলে ডাকলাম, শুনল না।
ভেঙ্কায়া সে কথাই তো বলছি ।
কিষ্টা বলো ।
ভেঙ্কায়া কোথায় গেল সেই কেটে নেওয়া পয়সা ?
কিষ্টা কোথায় গেলো ?
ভেঙ্কায়া শালা মাতব্বরের ট্যাকে গিয়ে সেঁধোলো।
কিষ্টা সেঁধোলো।
ভেঙ্কায়া সে কথাই তো বলছি।
কিষ্টা বলো।

ওধারে দেখা যায় মত্ত রামুলুর সঙ্গে দোকানীর পয়সা নিয়ে কলহ বেধেছে। রামুলু আঙুল নাচিয়ে তাকে শাসাচ্ছে। ভেঙ্কায়া বলে চলে—

ভেঙ্কায়া তাহলে তুই হলি গিয়ে আহাম্মক।

কিষ্টা হ্যাঁ।

ভেঙ্কায়া তুই খেটে মরলি?

কিষ্টা হ্যাঁ।

ভেঙ্কায়া ঐ শালো মাতব্বর—

কিষ্টা হ্যাঁ।

ভেঙ্কায়া ঐ শালো খেলো।

কিষ্টা হ্যাঁ।

কিষ্টা ব্যাপারটা অনুধাবন করে। তারপর বলে ওঠে—

কিষ্টা ন্যায্য কথা, হক কথা বলেছিস, বাপ

ভেঙ্কায়া উত্তেজিত হয়ে ওঠে। উঠে দাঁড়ায়। নেশাগ্রস্ত মানুষগুলোর দিকে আঙুল তুলে বলে—

ভেঙ্কায়া আলবৎ হক কথা। তুই আমি—এখানে শালো সব্বাই আহাম্মক। মানতে হবে। যে শালো খাটবে, সে আহাম্মক…মানতে হবে। আহাম্মক খেটে মরবে, মাতব্বর গিলবে…একথা মানতে হবে…জনে জনে মানতে হবে।

কিষ্টা এগিয়ে যায় নেশায় আচ্ছন্ন মানুষগুলোর দিকে। বাপের ভাষণে সে নিজেও উত্তেজিত…

কিষ্টা সব শুনলি? বাপের কথাটা শুনলি? মানতে হবে কি না?

চৈতন্য হারানো মানুষগুলোর মুখে যেন কোন অবচেতন অভিজ্ঞতার সমর্থন জেগে ওঠে…

রামুলু নিশ্চয়ই…মানতে হবে।

মূর্তি লাখ কথার শেষ কথা—মানতে হবে…

নেশাগ্রস্ত চাষী (১) কেউ খাটবে না, কেউ না।

একজন নেশায় মত্ত চাষী উঠে দাঁড়ায়। দুহাত শূন্যে তুলে বিচিত্র ভঙ্গীতে বেঁকেচুরে দাঁড়িয়ে বলে—

নেশাগ্রস্ত চাষী (২) এ্যাই! এ্যাই—

সবাই তাকায়

নেশাগ্রস্ত চাষী (২) আমি…আমি মানব না!

মূর্তি মানবি না?

নেশাগ্রস্ত চাষী (২) না!

রামুলু এ শালো আহাম্মক, পাক্কা আহাম্মক!

নেশাগ্রস্ত চাষী (২) আমি মানব না!

রামুলু আহাম্মকের সাথে একদম দোস্তি নাই। আছে?

সবাই না, একদম না।

নেশাগ্রস্ত চাষী (৩) তো হঠাও শালোকে!

সবাই হঠাও, এ্যাই হট যাও…হঠো…হঠাও…

সকলের আক্রমণাত্মক চাপে বিদ্রোহী মত্তপটি কোণঠাসা…অসহায়…

নেশাগ্রস্ত চাষী (২) এ্যাই, এ্যাই…আমি মানবো। মানবো। ঠিক হ্যায়? দোস্তি পাক্কা?

সবাই পাক্কা।

কিষ্টা বাপের কাছে যায় দ্রুত।

কিষ্টা বাপ, তোর কথা মেনে নিয়েছে। সব্বাই মেনে নিয়েছে।

ভেঙ্কায়া নেবে, সবাই মেনে নেবে। মুখ বুজে মেনে নেবে। তারপর সকালে,…সকালে যেই পেটে টান পড়বে, টানটা জোর হবে—সব ব্যাটা আবার বোকা বনে যাবে। সব…তুই আমি… সব…গাঁকে গাঁ বোকা বনে যাবে! কেউ আর মানবে না।…কিন্তু কিষ্টা, কথাটা ভুললে চলবে না…মনে শক্ত করে গেঁথে রাখবি!

কিষ্টা হা, বাপ!

ভেঙ্কায়া মনে আছে তো, কথাটা?

কিষ্টা আছে বাপ, আহাম্মকে…

ভেঙ্কায়া খেটে মরে—

কিষ্টা ঠিক।

ভেঙ্কায়া মাতব্বরে খায়…[গানের মতো করে] আহাম্মকে খেটে মরে, মাতব্বরে খায়।…

কিষ্টা বাপ, তুই যে গান বেঁধে ফেললি বাপ! গা, আবার গা…গা বাপ, গা…

ভেঙ্কায়া [গেয়ে] আহাম্মকে খেটে মরে মাতব্বরে খায়।

বাপ-বেটা শুঁড়িখানা ছেড়ে চলে যেতে থাকে। পিছন থেকে দোকানী হেঁকে ওঠে—

দোকানী এ্যাই, পয়সা দিয়ে যা।

দোকানী ত্বড়িৎ গতিতে এসে পয়সা নেয়। ওরা বেরিয়ে পড়ে। শুঁড়িখানার সেই মেয়েটি দেওয়ালের আড়াল থেকে ক্লান্ত আর করুণ বড় বড় দুটো চোখ মেলে তাকায়। এবার মূর্তি আর রামুলু ভেঙ্কায়ার সেই গানটা গাইতে থাকে—আহাম্মকে খেটে মরে মাতব্বরে খায়।

অন্ধকারে সমস্ত গ্রাম তলিয়ে আছে। চতুর্দিক নিথর, নিঃস্পন্দ। গ্রামের পথঘাটের নীরবতা খানখান করে বাপ-বেটার স্খলিত কণ্ঠের গান ভেসে আসে—আহাম্মকে খেটে মরে, মাতব্বরে খায়!

দেখা যায়, নিশুতি গ্রামের পথে দুজন প্রাণী ভূতগ্রস্ত জড়তায় টলোমলো এগিয়ে আসছে। অন্ধকারে পা ভুল করে···নেশায় পা এলোমেলো ···থুবড়ে পড়ে···আছাড় খায়—কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। বাপের হাত ধরে ছেলে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে হাঁটে···ছেলের গলা জড়িয়ে বাপ চলে টলতে টলতে···এপথ থেকে সেপথ, এবাড়ি ছেড়ে ওবাড়ি। নেশা না গান—কোনটার

উত্তেজনা বেশি বোঝা দায়। নেশায় ওরা টাল-মাটাল না কি ভারসাম্যহীন সমাজের উপর নিরন্ন মানুষ চিরকাল এরকমই টলোমলো।

চলতে চলতে থমকে যায় ওদের গতি—মুখো-মুখি কুকুর। ঘেউ ঘেউ করে জন্তু ডেকে ওঠে অন্ধকারের জান্তব দুটি প্রাণীর আবির্ভাবে। ওরা ঘুরে যায় অন্য পথে।

এবার মোড়লের বাড়ি। অন্ধকারেও ভুল করে না ওরা। কিষ্টা জড়িত গলায় বলে—

কিষ্টা মোড়লের ঘর, বাপ। গানটা মোড়লকে একবার শোনাবি না?

ভেঙ্কায়া নিশ্চয়ই!

বাপ-বেটায় মোড়লের ঘরের পিছনের দেওয়াল হাতড়াতে থাকে। দিকভ্রম মানুষ দুটো ওখানে দরজা খুঁজে হয়রান হয়। ভেঙ্কায়া চেঁচিয়ে ওঠে—

ভেঙ্কায়া দরজা! দরজা কোথায়! দরজা পালিয়ে যাচ্ছেরে কিষ্টা!

ভেঙ্কায়ার কথাগুলো অন্ধকারে আর্তনাদের মতো লাগে।

কিষ্টা এদিকে আয় বাপ। ওধারে চল।

কিষ্টা বাপের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে অন্য বাড়ির দিকে। সেখানে বন্ধ দরজা দেখে ওরা আবার হতাশ হয়।

ভেঙ্কায়া বন্ধ! সব দরজা বন্ধ!

কোথাও পথ নেই এরকম অন্ধকারে কিংবা অন্ধকারের গোলকধাঁধায় দুটো প্রাণী আবার ঘুরতে থাকে। কুকুর তাড়া করে। ঘুমন্ত মানুষ জেগে উঠে ধমক দেয়। ওদের খেয়াল নেই। গোলক ধাঁধায় ঘুরপাক খায়—টলোমলো পায়ে গান গায়। পায়ে ভুল হয়, গানে ভুল হয়। কিষ্টার গানের কথায় উল্টোপাল্টা কাণ্ড ঘটে। সে গায়—

কিষ্টা মাতব্বরে খেটে মরে, আহাম্মকে খায়।

ধমকে ওঠে ভেঙ্কায়া—

ভেঙ্কায়া থাম, থাম—কথায় ভুল হয়ে যাচ্ছে···নেশায় তোর জিভ অচৈতন্য হয়ে যাচ্ছেরে। ঠিক করে গান ধর। আহাম্মকে খেটে মরে, মাতব্বরে খায়—বুঝেছিস?

ছেলে বুঝতে পারে। দুজনে গাইতে গাইতে অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে এগিয়ে যায়। ক্রমশ জড়িয়ে যাওয়া, তালগোল পাকানো

গানের শব্দ আর টালমাটাল দুটি প্রাণীকে অন্ধকার যেন গিলে ফেলে।

ভোর। মাঠ ভেঙে নিঃশব্দে আসছে কজন গ্রামের মানুষ—লাঠি হাতে মোড়ল তাদের সঙ্গে। পথ চলতে চলতে মোড়ল, সুব্বাইয়া আর বাদরাইয়া দু-একটা কথা বলে—

জঙ্গাইয়া রাতটা জ্বালিয়ে মেরেছে, সকালে আর এক ঝক্কি।

ওরা এবার চলতে থাকে গ্রামের ভেতর দিয়ে।

মোড়ল ভালো কথা বলো, কানে তুলবে না।

বাদরাইয়া উপোসে না মরে তো একদিন অপঘাতে মরবে নির্ঘাৎ।

ওরা চলতে চলতে পাথর ছড়ানো একটা মাঠের মধ্যে এসে পড়ে। ওরা দেখে—দূরে একটা পাথরে মাথা রেখে ভেঙ্কায়া পথের ধারে মড়ার মতো পড়ে আছে।

ওরা নিঃশব্দে কাছে যায়। মোড়ল লাঠিটা দিয়ে ভেঙ্কায়ার পায়ে নাড়া দেয়। নড়েনা ভেঙ্কায়া। আবার নাড়া দিতেই সে চোখ মেলে তাকায়। মোড়ল আর গাঁয়ের মানুষদের দেখতে পায়। মানুষগুলো নিঃশব্দ কিন্তু ভেঙ্কায়া

ওদের মুখে চোখে নীরব তিরস্কার টের পায়। তড়াক্ করে উঠে পড়ে। কেমন যেন ভয়পাওয়া ভঙ্গীতে একবার চারদিক তাকায়—কিষ্টাকে খোঁজে। কাছেই কিষ্টা মাঠের মধ্যে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। অপরাধীর মতো কিষ্টার কাছে গিয়ে ভেঙ্কায়া ওকে ধাক্কা দিয়ে ডাকে—

ভেঙ্কায়া কিষ্টা, কিষ্টা এই কিষ্টা!

কিষ্টা জাগে। বাপের দিকে সন্ত্রস্ত তাকায়। গ্রামের মানুষদের দেখে উঠে পড়ে। তারপর বাপ-বেটায় নিঃশব্দে নিজেদের গ্রামের দিকে ছুটতে থাকে। পিছনে খানিকটা অনুসরণ করে গ্রামের লোকজন।

ভেঙ্কায়া আর কিষ্টা ছুটতে ছুটতে নিজেদের উঠোনে ঢুকে পড়ে। নিজেদের দুর্গে ঢুকে এবার যেন নিশ্চিন্ত। সমস্ত ব্যাপারটাই এখন তাদের কাছে মজা তাই বাপ-বেটা হেসে অস্থির।

হঠাৎ মেঘ ডেকে ওঠে। রাতের আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। ঘরের মধ্যে বাপ-বেটা এক কোণে সেঁধিয়ে আছে। ছেঁড়া একটা পাটি ভেঙ্কায়া গায়ে জড়িয়েছে। কিষ্টা মাথা আড়াল করে ঝুড়ি চাপা দিয়ে। ভাঙা চাল দিয়ে জল পড়ছে

ঝরঝর করে, বেড়ার ফাঁক দিয়ে তীব্র ছাট আসছে। ঘরের মেঝে জলে থৈ থৈ করছে। কিষ্টা কোনমতে এসে দরজা খুলে বাইরে তাকায় —তুমুল বৃষ্টি···ঝড়ো হাওয়া···বিদ্যুৎ···মেঘের গর্জন!

কিষ্টা যেমন বাইরে বৃষ্টি তেমন ভেতরে!

কিষ্টা ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসে। দুজন চুপচাপ বসে থাকে কিছুকাল। ঘর ভাসতে থাকে। একটা ব্যাঙ মেঝের ফুটো দিয়ে উঠে পড়ে, থপথপিয়ে চলতে থাকে। একসময় কিষ্টা বলে—

কিষ্টা বাপ ভাবতেছিস কি?

ভেঙ্কায়া ভাবতেছি কাল সকালেই তো কামের ডাক পড়বে।

কিষ্টা বলছিস? ডাক পড়বে?

ভেঙ্কায়া পড়বে না? যা বৃষ্টি! বাবুর বাড়ির গোয়াল-ঘরখানা ঠিক ধ্বসে যাবে।

কিষ্টা আর মহাজনের রান্নাঘর?

ভেঙ্কায়া সে এতক্ষণে সাবার হয়ে গেছে! উনুনের মাটি গলে কাদা হচ্ছে।

কিষ্টা আর গুড়ে সাউ-এর বৈঠকখানা?

ভেঙ্কায়া খড় পাল্টানো যখন হয়নি, সে বৈঠকখানা শালো পুকুর হয়ে আছে!

কিষ্টা খুকখুক করে হাসে।

কিষ্টা আর কার সব্বনাশ হবে?

ভেঙ্কায়া সে আরো কত কি হবে। গাঁখানা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে না।

কিষ্টা আর জোড়া তালির জন্যে ডাকবে তোকে?

ভেঙ্কায়া নিশ্চয়। না ডেকে উপায় কি? আমাকে ডাকবে, তোকে ডাকবে, সব আহাম্মককে ডাকবে। আহাম্মকরা যাবে।

কিষ্টা আর তুই? যাবি?

ভেঙ্কায়া যা মন চায় করবো। ইচ্ছা জাগলে কাম করবো। না হয় করবো না।

ভেঙ্কায়া ছেলের দিকে কেমন রহস্যময় তাকায়। ঘর ভাসতে থাকে।

কিষ্টা যদি করতে হয় তো—

ভেঙ্কায়া হুনা হাঁকবো।

কিষ্টা বাপের দিকে তাকায়। দুজনে হাসে। হঠাৎ মেঘ ডাকার ভয়ংকর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ধ্বসে যাওয়া কুঁড়েঘর আরো ধ্বসে যায়।

ভোর। মেঘলা আকাশ। ভেঙ্কায়ার উঠোনে এখানে ওখানে জল জমে আছে। দু-এক ফোঁটা তখনো টিপটিপ করে পড়ছে। বিধ্বস্ত ঘরখানা সামনে পড়ে আছে। জঙ্গাইয়া কোদাল-ঝুড়ি

কাঁধে নিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়। ঘরের হাল দেখে। ঘুরে ফিরে দেখে। কেমন দুঃখ-ভাব ওর মুখে। আশেপাশে কেউ নেই।

জঙ্গাইয়া ভেঙ্কায়া···ভেঙ্কায়া···এ ভেঙ্কায়া!

কোনো সাড়াশব্দ নেই। দরজার দিকে আরো এগিয়ে যায় জঙ্গাইয়া। আচমকা জোরে চেঁচায়—

জঙ্গাইয়া কিষ্টা!!

দূর থেকে দেখা যায়—ভেঙ্কায়া আসছে। একটা মোটা ডাল কাঁধে নিয়ে আসছে ভেঙ্কায়া। হাতে একটা কুড়ুল। ডালের খুঁটি কাঁধে করে এনে ভেঙ্কায়া উঠোনে ফেলে। জঙ্গাইয়া লক্ষ্য করে।

ভেঙ্কায়া ওরে কিষ্টা, পা চালিয়ে আয়।

কিষ্টা ডালপালা সমেত আর একটা খুঁটি টেনে এনে রাখে। ভেঙ্কায়া সন্দেহের চোখে জঙ্গাইয়ার দিকে তাকায়।

ভেঙ্কায়া কি মনে করে? এই সকালে?

জবাবের প্রত্যাশা করে না ভেঙ্কায়া। খুঁটি

ছুটোকে কুড়ুলের ঘা মেরে ডালপালা থেকে মুক্ত করতে থাকে।

জঙ্গাইয়া এই সুবুদ্ধিটুকু যদি তোদের আগে হোত তাহলে ঘরের এই হাল হতো না।

ভেঙ্কায়া চটে যায়।

ভেঙ্কায়া নিজের চাকায় তেল ঢালো গে, যাও! পরের হেঁসেল শুঁকতে এসো না! [কিষ্টাকে] যা, তুই ভিতরে চলে যা। আমি বললে পরে ঐ ধারটা টেনে তুলবি। একটা ঠেকনা দিয়ে রাখবো…তারপর এপাশটা। যা, তুই যা—

কথাগুলো বলতে বলতে খুঁটিটাকে এক আধটু চাঁছতে থাকে। কিষ্টা ঘরের ভিতরটায় ঢুকে পড়ে।

জঙ্গাইয়া কার জঙ্গল থেকে কেটে আনলি?

ভেঙ্কায়া কেন? কথাটা তার কানে না তুললে চলছে না?

একটা ফোকর থেকে কিষ্টা মুখ বাড়ায়। বলে—

কিষ্টা তোমার বাপের জঙ্গল থেকে, শালো!

ভেঙ্কায়া চুপ থাকতে পারিস না, হারামজাদা! সবতাতে কথা বলা চাই!

ভেঙ্কায়া কুড়ুলের কোপে মনের মতো করতে থাকে খুঁটিটা।

ভেঙ্কায়া যাও, যাও, কামের খোঁজে বেরিয়েছ, কাম দেখগে যাও।

ভেঙ্কায়া একটা খুঁটি নিয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে সরে পড়ে জঙ্গাইয়া।

ভেঙ্কায়া ওধারটায় চলে যারে কিষ্টা।

কিষ্টা সেইমতো যায়। ওরা নানা চেষ্টায় যা করনীয় করতে থাকে। দুজনে ভাঙা চালা ঠেলে তুলে খুঁটি লাগাতে থাকে।

ভেঙ্কায়া নে···হ্যাঁ···হয়েছে···হয়েছে···এবার এপাশটায় চলে আয়। সাবধানে এগুবি।

ভেঙ্কায়া নিজেও সাবধানে পা ফেলে। এ পাশে এসে ঘোরে। দেখে—জঙ্গাইয়া একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

ভেঙ্কায়া এখনো দাঁড়িয়ে! যা!

জঙ্গাইয়া হাঁটতে থাকে। ভেঙ্কায়া আর একটা খুঁটি নিতে এগোয়।

কিষ্টা [নেপথ্য] বাপ।

ভেঙ্কায়া বল।
কিষ্টা চলে গেছে ?
ভেঙ্কায়া গেছে।

খুঁটি নিয়ে ভেঙ্কায়া এসে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়ায়।

কিষ্টা ও শালো গন্ধ শুঁকে বলে দেবে কার গাছের ডাল। সরকারবাবুর কানে ঠিক তুলে দে আসবে। এ আমি বলে রাখলাম।
ভেঙ্কায়া কি আর হবে ? দু-চারটে কিল চড় পড়বে। নে…তোল…তোল…তোল না…আর একটু… বাঁদিকটা…হাঁ, বেশ হচ্ছে…তোল…

দুজনের চেষ্টায় আবার যা করণীয় করা হয়। দুজনেই খুশি। হঠাৎ মাঝখান থেকে চালাটার কোমর ভেঙে পড়ে এবার। দুজনেই—বাপ-বেটায়—চেঁচিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে কিষ্টা ছিটকে বেরিয়ে আসে…জঙ্গাইয়া এতক্ষণ যেতে যেতে ঘুরে তাকাচ্ছিল। ঘরটা সশব্দে পড়ে যেতেই কেমন মজা পেয়ে হেসে ফেলল।

ঘরখানার হাল আরো বিধ্বস্ত…উঠোনে দাঁড়িয়ে বাপ-বেটায় দেখে। করুণ দেখায় দুজনকে।

ভেঙ্কায়া চালাখানাই গেছে।

এগিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে ভেঙ্কায়া।

ভেঙ্কায়া আর বেশি নাড়াচাড়া করে কাম নাই। যেমন আছে তেমনি পড়ে থাক।

কিষ্টা কথাটা মেনে নেয়। হঠাৎ ভেঙ্কায়ার চোখে খুশির আমেজ।

ভেঙ্কায়া এক কাম করা যাক। খুঁটিটা কামে যখন লাগলো না—আয় দুটো পয়সা রোজগারের ধান্দা করি।

ঘনঘন কুড়ুলের জোরালো কোপ বসিয়ে খুঁটিটা কাটতে থাকে। ক্যামেরা ভেঙ্কায়ার দিকে এগিয়ে যায়। গাছের ডালে কুড়ুলের ঘা পড়ছে—খট্ খট্ খট্।

হাটে নেহাই-এর উপর হাতুড়ির ঘা পড়ছে, ঠন্ ঠন্ ঠন্। হাট। গ্রামের হাট যেমন হয়ে থাকে। গরু থেকে নুন তেল কাঠ সবই বিক্রী হচ্ছে। ছেলেমেয়ে বাচ্চা বুড়ো—সব রকম মানুষের ভিড়। চেঁচামেচি, বেচাকেনা, হৈচৈ। দেখা যায়—ভেঙ্কায়া, কিষ্টা আসছে কাঠ মাথায়। বিক্রেতার ভূমিকায় বাপ-বেটার কোথাও কোনো ত্রুটি নেই। সহজেই কাঠ বেচে পয়সা ট্যাঁকে গোঁজে।

রাত—চারিদিক নিস্তব্ধ…সমস্ত গ্রাম হয়তো এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভেঙ্কায়ার উঠোনে উনুন জ্বলছে। মাঝরাত্তিরে দুটো প্রাণী আগুনের পাশে—যেন চিতা জ্বালিয়ে জেগে আছে দুই ডোম। হাঁড়িতে রান্না হচ্ছে। হাঁড়ির ভেতর থেকে টগবগ করে ফোটার আওয়াজ। হাতা দিয়ে নাড়ছে ভেঙ্কায়া, নেড়েই চলেছে।

নাড়ছে আর পুরনো কথা বলে চলেছে—চর্বিত চর্বন চলে একটানা…একটু দূরে দাওয়ার পাশে পাথরে বসে রয়েছে কিষ্টা। পায়ের ময়লা চাঁছছে। মাথা নুইয়ে চোখ নিবদ্ধ রেখেছে নিজের পায়ের দিকে। ভেঙ্কায়া বলে চলেছে হাতা নাড়তে নাড়তে—

ভেঙ্কায়া সে কি আজকের কথা রে! তোর মা মরলো যে সনে ঠিক তার পরের বছর…হ্যাঁ, বছর বিশেক হয়ে গেল। বাবুর বাড়ি বিয়ে। বাজি বাজনা জুলুস, সে এলাহি কাণ্ড! আর ভোজ! সে কি খাওয়া…কি বলবো তোরে কিষ্টা…স্মরণ হলে এখনো জিভ চোয়াল ভেঙে জল আসে। পুরি তো না এক একখানা গোরুর গাড়ির চাকা! কি মোলায়েম…দাঁতে কাটতে লাগেনা, মুখের মধ্যে নাড়লে চাড়লে

গলে যায়।···কত রকম শাকভাজা, রসারসা তরকারি, ঘন ডাল, চাটনি, রায়তা, দই; আর মিষ্টি—তার যে কত রকম চেহারা···কি সোয়াদ···কি বাস! যা খুশি চাও, যত খুশি চাও। মানা করবার কেউ নাই। গাঁ শুদ্ধ খেলো। খেলো মানে যতো পারলো। এমন খেলো যে এক ঢোঁক জল পর্যন্ত খেতে পারলো না। যতো বলি, আর না—কানে তোলে না। হাত চেপে ধরলে ছাড়িয়ে নিয়ে পাতে ঢেলে দিচ্ছে···

জমিয়ে সেদিনের মহাভোজের বিবরণ দিয়ে যাচ্ছে ভেঙ্কায়া। হাতা নাড়ছে আর বলে সুখ পাচ্ছে। ক্যামেরা কথার মাঝে ভেঙ্কায়াকে ছেড়ে কিষ্টার কাছে চলে যায়। পায়ের চেটো পরিষ্কার করছিল কিষ্টা। শুনছিল খানিকক্ষণ। একসময় বাপের কথার মাঝে শরীরটাকে প্রায় শুইয়ে দিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যায় নিঃশব্দে। ঠিক যেমন করে থাকে মনুষ্যেতর প্রাণী। ভেঙ্কায়া বলেই চলে। কিষ্টা ঘরের ভিতর। ···কোমরটাকে টান করে নেয় দু-একবার —বাইরে থেকে একটানা কথা ভেসে আসে —সবটা শোনা যায় না। কিষ্টা কুলঙ্গির দিকে এগোয়। ক্যামেরা বাইরে ভেঙ্কায়ার কাছে চলে আসে। কথা বলতে বলতে ভেঙ্কায়া বোঝে কিষ্টা শুনছে না।

ভেক্কায়া মুখ ধুয়ে উঠতেই এলাচ দেওয়া পানের খিলি। কিন্তু পান খাবো কি। পেটের মধ্যে জায়গা থাকলে তো। কোথায় গেলি রে? ও কিষ্টা?

ঘরের ভিতরে কুলুঙ্গিতে কি খুঁজছে কিষ্টা। কুলুঙ্গি থেকে বিড়ি নিয়ে বেরোয়। বলে—

কিষ্টা বল, বল, শুনছি। কতবার যে শুনেছি এ বেত্তান্ত তোমার মুখে।

উনুন থেকে আগুন নিয়ে বিড়ি ধরায়।

কিষ্টা শুনতে শুনতে কান পচে গেলো।

ভেক্কায়া কান পচে গেলো কিন্তু জিভে তো জল এলো! কি এলো না?

মাধব ধোঁয়া ছাড়ে। কেমন ভাবান্তর হয়। বলে—

কিষ্টা আজকাল, বাপ, অমন ভোজ আর কেউ খাওয়ায় না!

ভেক্কায়া কিপটেমি শিখেছে! বে-থায় খরচ করে না··· ক্রিয়াকর্মে খরচ করে না! খরচ করবি না, গাঁয়ের মানুষগুলারে দুহাতে লুটতেছিস তো? মালগুলান রাখবি কোথায়?

ভেঙ্কায়া উনুন থেকে রান্না নামায়। দূর থেকে চিৎকার শোনা যায়। বহুলোকের চিৎকার। অন্ধকার আর নীরবতা ভেদ করে চিৎকার। কিষ্টা উঠে দাঁড়ায়। ভেঙ্কায়া কান খাড়া করে...

কিষ্টা ক্ষেতে জানোয়ার নেমেছে।

ভেঙ্কায়া ফসলে পাকন ধরেছে...বাস ছড়াচ্ছে... জানোয়ারগুলোর তর সইছে না।

কিষ্টা জানোয়ার তাড়াতে লেগেছে! চেল্লাও এখন রাতভর!

চিৎকার আরো বেড়ে ওঠে...আওয়াজ কমতে থাকে। ভেঙ্কায়ার চোখমুখে এক ভাবান্তর ঘন হতে থাকে।

ভেঙ্কায়া জানোয়ার তাড়াতে মানুষগুলোও কেমন জানোয়ার বনে গেছে!

আওয়াজ কমে যায়...অন্যদিকে চলে যায়।

ভেঙ্কায়া জানোয়ার তাড়াতে জানোয়ার হওয়া লাগে!

কিষ্টা বাপের কথায়, গলার স্বরে কেমন এক চাপা উত্তেজনা টের পায়। ভেঙ্কায়া হঠাৎ

ওদের নকল করে চেঁচায়, গলা ফাটিয়ে চেঁচায়—
হা-আ-আ, হা-আ-অ -আ…হা-আ-আ-আ—
কিষ্টা বাপের দিকে তাকায়. মজা পায়, কাছে আসে…হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে…হা-আ-আ, হা-আ-আ-আ…হা-আ-আ-আ—এক ধরণের জান্তব খেলায় পেয়ে বসে বাপ-বেটাকে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চেঁচাতে থাকে দুজনে…
হা-আ-আ, হা-আ আ-আ…হা-আ-আ-আ—
ক্যামেরা এগিয়ে আসে কাছে, আরো কাছে… দুজনে পরিত্রাহি চেঁচাতে থাকে। এদের দুজনের পাশবিক আওয়াজ ছাপিয়ে আসে গ্রামবাসীদের আওয়াজ।

হঠাৎ বাপ-বেটার মুখের পরিবর্তে পর্দাজুড়ে সারিবদ্ধ গ্রামের মানুষ স্থির দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে আসে। হাতের জ্বলন্ত মশাল আর অন্ধকারে কাঁপানো চিৎকারে এক আতঙ্কিত পরিবেশ জেগে ওঠে। জানোয়ার তাড়ানোর এই ভয়ঙ্কর অভিযান চকিতে মিলিয়ে যায়।

ঝকঝকে দিন। চমৎকার সবুজ ভূদৃশ্যের উপর দিয়ে ক্যামেরা চলে যায়।

আমের বাগান। একটা গাছের ডালপালা প্রবল ঝাঁকুনিতে নাড়া খেতে থাকে। টুপটাপ করে মাটিতে অনেকগুলো আম পড়ে। এক

সময় ঝুপ্ করে গাছ থেকে কিষ্টা লাফিয়ে নামে। ব্যস্তভাবে আম কুড়োয়।

পাশের গাছটার গোড়ায় একটা ছোট্ট ন্যাংটো ছেলে চুপচাপ বসে ছিল। কিষ্টা আম কুড়োচ্ছে···ছেলেটার চোখ ওদিকে। কিষ্টা তাকায় ছেলেটার দিকে। অস্বস্তি বোধ করে। সবগুলো আম কুড়িয়ে নেবার ভরসা পায় না। দ্রুত পায়ে চলতে থাকে। কিষ্টা এগোয় আর পিছন ফিরে ঘুরে তাকায়। ন্যাংটো ছেলেটা এবার নিঃশব্দে পিছন পিছন চলতে থাকে। কিষ্টা দৌড়তে শুরু করে।

অন্য ভূদৃশ্য। উঁচুনীচু ভূমি, টিলা, পাহাড়। একটা গাছে তলায় কিষ্টা শুয়ে বিশ্রাম করছে। পাশে আমগুলো পড়ে আছে।

হঠাৎ দূর থেকে বিয়ের বাজনা ভেসে আসে। কিষ্টা উৎকর্ণ···উঠে দাঁড়ায়।

পালকি আসছে। উঁটের মতো ঘাড় তোলা রংবেরং-এ সাজানো ভারি সুন্দর একটা পালকি। ভেতরে টোপর-পরা বরকনে। সঙ্গে বাজনদারের দল। পিছনে গরুর গাড়িতে মেয়ে-বৌ এর ভিড়। অনেক মানুষের শোভা-যাত্রা পালকি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। পাহাড়

আর মাঠের মাঝামাঝি পথ ধরে পালকি চলতে থাকে। পিছন পিছন শোভাযাত্রা…

দেখা যায় কিষ্টা এসে হাজির হয়েছে ওখানে। শোভাযাত্রার সঙ্গে চলতে থাকে। কখনো বা পালকির কাছাকাছি এসে বরকনেকে দেখতে থাকে। সঙ্গ ছাড়ে না…বাজনা বাজিয়ে পালকি যায়। কিষ্টাও চলতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে।

মেঠো পথ ছেড়ে গাঁয়ের ভিতর দিয়ে বিয়ের মিছিল চলতে থাকে।

অদূরে একটা টিলার উপর সরু লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে কেশবপুরম্ গাঁয়ের মেয়ে নীলম্মা। অবাক চোখে পালকির বাহার দেখছে…বর-কনে, বাজনা, মিছিল, পালকি সবকিছু নীলম্মা অগাধ কৌতূহল নিয়ে দেখে। যতক্ষণ না মিছিল চোখের আড়াল হয় নীলম্মা অপলক তাকিয়ে থাকে। তারপর জঙ্গল থেকে ভাঙা ডালপালার বোঝাটা মাথায় নিয়ে এগোয়।

উঁচুনীচু পাথর ছড়ানো পথ। নীলম্মার বাড়ি খুব একটা কাছে নয়। চলার পথটাও দুঃসহ। ঝাঁঝা রোদ্দুর। নীলম্মা চলছে তো চলছে।

নীলম্মার চলার পথে সেই গাছতলাটায় কিষ্টা মিছিল দেখে ফের এসে শুয়ে আছে। কাছ

দিয়ে নীলম্মা ভ্রূক্ষেপহীন চলে যায়। কিষ্টা তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। তারপর কি ভেবে একটা আম নিয়ে এগিয়ে যায় ওর দিকে।

নীলম্মা তার পিছনের মানুষটাকে টের পায়, আড়চোখে একটু লক্ষ্য করে কিন্তু কোনোরকম ভাবান্তর নেই তার। নিজের মধ্যে হঠাৎ সাহস এনে কিষ্টা নীলম্মার দিকে একটা আম এগিয়ে দেয়। খুব সহজেই নীলম্মা আমটা নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সদ্ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। কিষ্টার দিকে একবার ফিরেও তাকালো না, বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞার চিহ্নমাত্র তার মধ্যে দেখা গেল না। আম খেতে খেতে বোঝা মাথায় এগিয়ে চললো নীলম্মা।

কিষ্টা কেমন হতবাক হয়ে যায়। তার আমটি পছন্দ হোল কিন্তু যে মানুষটা দিল সে কি কিছুই না। হতাশ মুখে কিষ্টা কয়েক পা নীলম্মার পিছু নিতেই মেয়েটি বিরক্ত গলায় বলে ওঠে—

নীলম্মা সেই থেকে পিছন পিছন আসছিস কেন?

কিষ্টা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মেয়েটার ভাবভঙ্গী, কথার ধারাটাই কেমন বেয়াড়া— কিষ্টার সাহস ফুরিয়ে যায়—সে আর এগোয় না। কিন্তু অস্বস্তিতে ভিতরটা অশান্ত হয়ে

ওঠে। নীলম্মার মাথায় কাঠের বোঝা, এক-হাতে কিষ্টার দেওয়া আম। পরমানন্দে আমে কামড় বসাতে বসাতে নীলম্মা এগিয়ে চলে।

নিজের গাঁয়ের দিকে উল্টোপথে ফিরে যাচ্ছিল কিষ্টা। হঠাৎ দূর থেকে ঘুরে তাকায়। নিরাপদ দূরত্বে এসে নীলম্মাকে শুনিয়ে চেঁচিয়ে বলে—

কিষ্টা তোকে আমি বিয়ে করবো!

নীলম্মা মজা পায়। যেমন চলছিল তেমনি চলতে থাকে।

কিষ্টা আরো খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে হেঁকে বীরত্ব জানায়—

কিষ্টা তোকে আমি পালকিতে করে নিয়ে যাব!

নীলম্মা নিঃশব্দে হাসে। চলা থামায় না। ঘুরেও তাকায় না।

কিষ্টা এবার আরো পিছনে চলে গেছে। আরো জোরে বলে—

কিষ্টা তোকে আমি বাজনা-বাদ্যি বাজিয়ে ঘরে নিয়ে আসব!

নীলম্মার গোটা মুখ সলজ্জ হাসিতে ভরে ওঠে। এবার একটু জোরে জোরে চলতে থাকে।

গাঁয়ে ফেরার পথে কিষ্টা সেই আমবাগানটার ভিতর দিয়ে চলছে। সেই ন্যাংটো ছেলেটা গাছতলায় দাঁড়িয়েছিল। কিষ্টার ঠিক সামনে পড়ে ছেলেটা। হঠাৎ ছেলেটা চেঁচিয়ে ওঠে—

ছেলেটা বাপ, এই বাপ···সেই সেই লোকটা।

কিষ্টা একবার থমকে দাঁড়ায়। এদিক ওদিক তাকায়। ছেলেটার বাপ রামুলু গাছের গোড়ায় কুড়ুল মারছিল। ছেলের চিৎকারে তাকায়। কিষ্টা ততক্ষণে পাগলের মতো ছুটছে! রামুলু কুড়ুল ফেলে তাড়া করে।

রামুলু কিষ্টা, এই কিষ্টা···থাম···থাম বলতেছি··· ধরলে রক্ষ রাখবো না!

কে শোনে কার কথা। কিষ্টা ছুটছে তো ছুটছে। পিছনে রামুলু তাড়া করে দৌড়চ্ছে। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে কিষ্টা। পিছনে সমান বেগে ছোটে রামুলু। দুজনে দৌড়য়···দৌড়য়··· দৌড়য়। এই বুঝি রামুলু ধরে ফেলে কিষ্টাকে —কোনমতে ধোঁকা দেয় কিষ্টা। আবার ছোটে, আছাড় খায়, উঠেই দৌড়। ছুটতে

ছুটতে এবার আছাড় খায় রামুলু। সুযোগ বুঝে একটা বেড়ার আড়ালে কিষ্টা লুকিয়ে পড়ে। রামুলু ওকে ছাড়িয়ে ছুটে যায়। কিষ্টাকে দেখতে পায় না—থমকে দাঁড়ায়। এদিক ওদিক তাকায়।

নীলম্মা বোঝা মাথায় এ-পথ দিয়েই ফিরছিল। ওদের ধুপধাপ ছোটার আওয়াজে তাকাতেই দেখেছে কিষ্টা বেড়ার আড়ালে লুকোলো। নীরবে হেঁটে চলছিল নীলম্মা।

কিষ্টাকে দেখতে না পেয়ে রামুলু এবার নীলম্মার দিকে তাকায়।

রামুলু এই মেয়ে, হারামজাদাটা কোনদিকে গেল দেখেছিস ?

হঠাৎ নীলম্মার মাথায় কি যেন বুদ্ধি খেলে। অন্যপথ দেখিয়ে দেয়। সরল বিশ্বাসে ভুল পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে থাকে রামুলু।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে কিষ্টা এবার আস্তে মুখ বাড়ায়। নীলম্মা ঘাড়টা একটু ঘোরাতে চোখা-চোখি হয়। কিষ্টার চোখে কৃতজ্ঞতা। কিন্তু এখন কথা বলার সময় নেই ; কি জানি যদি রামুলু আবার ঘুরে আসে। কিষ্টা দৌড়য় নিজের গ্রামের দিকে।

পরের দিন সকালবেলা গাঁয়ের পঞ্চায়েত বসেছে। চারদিকে কয়েকটা চাষীর ঘর। মধ্যিখানের উঠোনে একটা গাছতলায় জমায়েত। গাছের গোড়ায় একটা খাটিয়ায় বসে আছে মোড়ল, তার পাশে গাঁয়ের প্রবীণ সুব্বাইয়া। এধার ওধার বসে দাঁড়িয়ে গ্রামের কিছু লোক। ন্যাংটো ছেলেটাকে পাশে নিয়ে রামুলু বসে আছে মোড়লের মুখোমুখি। তার গাছের আম চুরির ফয়সালা করতে পঞ্চায়েতে এসেছে।

কোণের দিকে চুপচাপ বসে আছে ভেঙ্কায়া। সুব্বাইয়া ওর দিকে তাকায়।

সুব্বাইয়া বল্? ভেজা বেড়ালের মতো বসে থাকলে চলবে কেন?

মোড়ল চুরি চামারি, হল্লা ঝামেলা—গাঁয়ের মানুষগুলারে বাপবেটায় একেবারে পাগল ক'রে তুলল! [রামুলুকে] কটা নিয়েছে?

রামুলু আমার ছেলেটা দেখেছে। [ছেলেকে সামনে আনে] নে, বল্, বলে দে—কি দেখেছিস বলে দে! কটা নিয়েছে, বলবি তো?

ভেঙ্কায়া একবার চোখ তুলে তাকায় ওদিকে। আস্তে চোখ নামিয়ে নেয়। ন্যাংটো ছেলেটা

কথা বলে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শরীরটা মোচড়ায়। ক্রমশ বাপের গা ঘেষতে থাকে।

সুব্বাইয়া কটা আবার নেবে? পাঁচ দশটা আম ভেঙেছে! [ভেঙ্কায়াকে] যারে, ঘর থেকে এনে দে। চোরাই জিনিষ ঘরে রাখতে নাই।

ভেঙ্কায়া বলছি কি সেই থেকে—কিষ্টা এখনো ঘরে ফেরেনি।

মোড়ল তোরে একটা কথা বলি, ভেঙ্কায়া! ভগমান, ভগমান মানুষকে হাত দিয়েছে। কেন দিয়েছে? —কামের জন্য। গতর দিয়েছে কেন? কামের জন্য। কাম না করে, গতর না খাটিয়ে তোরা বাপ-বেটায় যা করতে লেগেছিস, ভগমান মানবে তা? মানবে?

মোড়লের কথার ফাঁকে একটি বুড়িকে হাত ধরে নিয়ে যায় একজন চাষী বৌ। জরায় আচ্ছন্ন বুড়ির এসব কিছুতে যেন কোনো সম্পর্ক নেই। এক পরম নির্বিকার প্রাচীনত্ব গাঁয়ের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সমস্যার পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

সুব্বাইয়া ধম্ম কথা কারে শোনাচ্ছ, মোড়ল। ভস্মে ঘি ঢেলে ফল আছে?

বাদরাইয়া একানে ঢুকবে, ওকান দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

মোড়ল দিনের পর দিন এই জ্বালাতন! মানুষ কাঁহাতক সহ্য করতে পারে!

সুব্বাইয়া যাও, কাম কাজ আছে, তোমরা উঠে পড়। ভালো কথার ফল নাই এদের কাছে—মতিচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তবে পাঁচকানে কথাটা উঠলো। এবার থেকে একটু সজাগ থেকো।

সূর্য রাতে জানোয়ার দিনের বেলায় চোরবাটপার—আকণ্ঠ হয়ে উঠলো জীবন।

ছেলেকে পিঠে তুলে রামুলু যাবার মুখে ভেঙ্কায়ার উদ্দেশ্যে বলে—

রামুলু ফের যদি তোদের কাউকে ওমুখো দেখি ঠ্যাং ভেঙে দেব।

গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল রামাইয়া। অল্প হেসে বলে—

রামাইয়া ঠ্যাং খোঁড়া হলে নেংচে যাবে, বুঝেছ?

হঠাৎ দূর থেকে চাষী বৌ-এর আর্তচিৎকার—সবাই ঘুরে তাকায়।

এক চাষী-ঘরের উঠোন। শেরিদার জোর করে চাষী বৌ নরসম্মার ছাগলটা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। নরসম্মা পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে, কাঁদছে। শেরিদারের কর্মচারীর হাত থেকে ছাগল বাঁধা দড়িটা টেনে নিতে চেষ্টা করে। কর্মচারীটি

ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন। আকুল অনুনয় করতে থাকে বৌটি।

নরসম্মা তোমাদের পায়ে পড়তেছি...তোমরা আমার মা-বাপ...ওটারে নিওনা। খোরাকির ধান বেঁচে কিনলাম ওটারে। পেলেপুষে বড় করেছি। এটারে নিওনা গো।

ছাগলটাকে জড়িয়ে ধরে নরসম্মা।

শেরিদার সরে যা। নিজে খাবার জন্যি নিচ্ছি? আমার কাছে প্যানপ্যানাবি না! জমিদারের কুটুম এসেছে শহর থেকে। গেরাম থেকে ভেট না গেলে জমিদারের মান থাকে? [কর্মচারীকে] চল্, নিয়ে চল্।

ছাগল নিয়ে যেতে থাকে ওরা। এবাড়ির বৌ-বুড়ি-মেয়েদের অসহায় মুখ নিথর চেয়ে থাকে। এবার নরসম্মা পাগলের মতো ছুটে গিয়ে যাবার পথ আগলে দাঁড়ায়। প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেয় নরসম্মাকে। ওরা যেতে যেতে বলতে থাকে—

শেরিদার ছাগলটা গেল, বাচ্চাগুলো রইল তো। এত দুঃখ কিসের? কেঁদেকেটে সময় নষ্ট করে দিল —সব ঘর থেকে ভেট তুলতে কত বেলা হবে বলো দেখি!

ওরা চলে যায়। নরসম্মা বসে থাকে—বিপর্যস্ত নিঃস্ব। মোড়ল সুব্বাইয়া এবং দুএকজন এসে হাজির হয়।

সুব্বাইয়া — কিরে নরসম্মা, কাঁদিস কেন অমন ?

নরসম্মা — জমিদারের ঘরে কুটুম এয়েছে···আমার ছাগলটা টেনে নিয়ে গেল !

রামাইয়া — এসেছে তো একজন কুটুম—কত বড় ক্ষিধেখানা তার ছাখো। সারা গাঁয়ের ভেট না হলে চলছে না।

সুব্বাইয়া — তোদের হচ্ছে পেটের জন্যি খাওয়া! আর জমিদারের, সে হচ্ছে ইজ্জতের ভোজ—তার রকম সকম কি এক হবে ?

মোড়ল — মিছে কেঁদে কি হবে—এতো নিত্যিকার ব্যাপার। যতদিন সহ্য আছে বাঁচবে। নাই তো ব্যাস, ফুরায়ে গেল !

সুব্বাইয়া নরসম্মাকে হাত ধরে ওঠাতে ওঠাতে বলে—

সুব্বাইয়া — নে, ওঠ! কপাল, কপাল—সবই কপাল! মাথা চাপড়ানো ছাড়া গরীব মানুষের আর কি করার আছে ? যা, ঘরে গিয়ে একটু সুস্থ হয়ে বোস।

ওরা চলে যায়। নরসম্মা আস্তে আস্তে ছাগল-ছানাটার কাছে যায়। কেমন অবশভাবে পা

ছড়িয়ে বসে নরসম্মা। ছাগলছানাটা এগিয়ে এসে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। শূন্য দৃষ্টি পৃথিবীর দিকে—নরসম্মা ছাগলছানাটার গায়ে হাত বোলাতে থাকে।

ভেঙ্কায়া একা। একা একা বাড়ি ফিরছে ভেঙ্কায়া। এতক্ষণের এতসব কাণ্ডকারখানা সে চুপচাপ দেখে গেছে। ক্রোধ, তিক্ততা আর ঔদাসীন্য মিলেমিশে তার চোখমুখ অন্য রকম। নিজের পথে এগোয় আর বিড়বিড় করে—

ভেঙ্কায়া সব লুটেপুটে নেবে! সব! শালোরা সব লুটে নেবে! আমার বাপের বাপ—তার জমি? নিয়েছে। আমার বাপ—ঘরখান ছিল, তাও নিয়েছে। কাউকে ছাড়বে না! আমারটা নেবে?

ঘুরে দাঁড়ায় ভেঙ্কায়া। নিজের নেংটিখানার দুই প্রান্ত ধরে ঝুকে দাঁড়িয়ে তাকায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের দিকে।

ভেঙ্কায়া নেবে, আমার পরণের এই ত্যানাখান! নে শালো!

সবকিছু উজাড় করে দেওয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে

থাকে ভেঙ্কায়া। প্রতিবাদের এক বিশাল চেহারা…

ভেঙ্কায়ার নিঃঝুম অন্ধকার ঘর। অন্ধকারে বাপ-বেটা এক মনে আম খাচ্ছে। বাপ আঁটি চোষে, ছেলে কামড় বসায়। অন্ধকারে রহস্যময় লাগে দুজনকে। মনে হয়, দুজন পরমপুরুষ, নিরাসক্ত, সংসারের অনিত্যতায় মশগুল। অন্ধকারে, নিস্তব্ধতায় কেবল আম চোষার শব্দ। অন্ধকার আর নীরবতা ভেঙে ভেঙ্কায়া বলে ওঠে—

ভেঙ্কায়া মেয়েটাই তোকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে দিল ?

কিষ্টা হুঁ।

ভেঙ্কায়া তোর সঙ্গে একটা কথাও বললো না ?

কিষ্টা উঁহুঁ।

ভেঙ্কায়া কেশবপুরমের দিকে গেল বললি ?

কিষ্টা হুঁ।

আবার চুপচাপ দুজনেই…আম খায় দুজনেই… আম খাবার আওয়াজ।

ভেঙ্কায়া বড্ড টক !…মেয়েটা ভালো।

কথাটা ভালো লাগে কিষ্টার…আবার আম খাওয়া চলে। হঠাৎ কিষ্টা প্রাণ-চঞ্চল হয়ে

ওঠে।…হঠাৎ প্রায় বাপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—

কিষ্টা মেয়েটারে আমি বে করবো, বাপ।

বাপ চমকে ওঠে।

ঝলমলে সকাল…বিধ্বস্ত ঘরখানা পড়ে রয়েছে তেপান্তরের মাঠে…মনুষ্যেতর প্রাণীর মতো বাপ-বেটায় বেরিয়ে আসে ভিতর থেকে। ভেঙ্কায়াকে বেশ অসহিষ্ণু মনে হয়।

ভেঙ্কায়া রাত ভোর ঐ এক কথা। আর সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই বাসিমুখে ফের সেই গ্যাজর গ্যাজর। তোর হোল কি, অ্যাঁ? মেয়েটা তোকে তুক করেছে?

কিষ্টা তুক করবে কেন? আমার মনে ধরেছে, তাই বলছি।

বাপ বিরক্ত…ছেলে নাছোড়বান্দা…

ভেঙ্কায়া মনে ধরেছে। অমনি বে করতে হবে? ওসব ভুলে যা।

কিষ্টা কেনো ভুলবো?

কিষ্টা মরিয়া। ভেঙ্কায়া অবাক।

ভেঙ্কায়া বিয়ে করবি, তোর পয়সা আছে? তোর ঘর আছে? তোর মুরোদ আছে?

কিষ্টাকে রীতিমতো একরোখা লাগে।

কিষ্টা তোর ছিল?

ভেঙ্কায়া প্রচণ্ডভাবে আহত। চুপচাপ কিছুক্ষণ। কিষ্টা অস্বস্তি বোধ করে। বোঝে এভাবে বাপকে বলা ঠিক হয়নি। অবস্থাটা সামলবার জন্য বলে—

কিষ্টা বাপ!

বাপ নিরুত্তর।

কিষ্টা সোজা কথাটা কেন বুঝিস না বাপ! আমাদের হল গিয়ে নির্ভরসা জীবন! বুঝে চললেও নাই, অবুঝ হলেও নাই। এর মধ্যে আর একটা মনিষ্যি এলে কি এমন ক্ষেতি হবে? তাছাড়া জোয়ান সমত্থ মেয়ে। মাগনা খেতে আসছে না তো? বাপ-বেটায় ঘরখানা একটু সোজা করে তুলতে পারলে আর কি লাগে?

ভেঙ্কায়া ও! এখন ঘর তুলবি? এসব মাথায় ঢুকেছে?

কিষ্টা তুজনে লাগলে ঝটপট উঠে যেত ঘরখান!

ভেঙ্কায়া না। আমি এর মধ্যি নাই।

কিষ্টা নাই তো নাই! তবে থাক পড়ে গোঁজ মেরে!

কাজ কি পড়ে থাকবে। ও ঘর আমি একা তুলবো। হ্যাঁ।

কেমন একগুঁয়েমিতে মেতে ওঠে কিষ্টা—একাই ঘর মেরামত করতে লেগে যায়। তালের পাতা, খুঁটি, গাছের ডাল, যেমন তেমন করে ঠিক যোগাড় করে ফেলে। বাপের তেমন সায় পায় না। বাপ কখনো সখনো এটা ওটার যোগান দেয় অনিচ্ছা নিয়ে। বাকি সময়টা বসে থাকে পাথরে হেলান দিয়ে। নয়তো ঘরের মধ্যে চুপচাপ শুয়ে থাকে। ওদিকে একটু একটু করে ঘরটা সোজা হয়ে ওঠে।

বাপের উপর কোনো অভিমান নেই কিষ্টার—নিজের কৃতিত্বে ঘরখানা ঠিক করার মেজাজে মশগুল। চালার উপর বসে ঠুকঠাক করে মাচানের বাকি কাজটুকু শেষ করতে থাকে। দাওয়ার উপর চালাটাকে বাড়িয়ে আনার কাজটি হলেই মিটে যায়।

সেদিন দুপুরবেলা কিষ্টা চালায় বসে একাজটাই করছিল। দা চালাচ্ছিল খট্ খট্ করে।

ভিতরে ভেঙ্কায়া ঘুমুচ্ছিল। আওয়াজে ঘুমে যথেষ্টই ব্যাঘাত ঘটছিল। ভেতর থেকে বাপ বিরক্ত গলায় বলে ওঠে—

ভেঙ্কায়া [নেপথ্য] কি করছিস? দুপুরবেলা, খটর খটর—ঘুমাতে দিবি না!

কিষ্টার কোনোদিকে খেয়াল নেই। সমানে নিজের কাজ করে যায়। ভেঙ্কায়া বিরক্তভাবে ঘরের বাইরে আসে।

ভেঙ্কায়া কি আরম্ভ করলি ভরদুপুরে।

কিষ্টা ঘরখান ঠিক করছি। দাওয়ার উপর চালাখান বাড়িয়ে রাখছি।

ভেঙ্কায়া কেন?

কিষ্টা তোর ঘুমোবার জায়গা হচ্ছে।

ভেঙ্কায়া আমার ঘুমোবার জায়গা? এখানে—?

কিষ্টা অন্দরে মেয়েমানুষ থাকবে যে! তোর জন্যি বানাচ্ছি।

ভেঙ্কায়া বুঝেছি! মন চায়, কর বিয়ে! কিন্তু একটা কথা বলি তোরে – একবার কামের ভূত কাঁধে চাপলে তারে নামাতে পারবি না!

ভেঙ্কায়া গিয়ে পাথরটায় বসে।

ভেঙ্কায়া আমার বাপের বাপ খুব খাটতো, দিনরাত খাটতো। কি হোল ফলটা? জমিটা চলে গেল! আর আমার বাপ খাটলো তার বাপের দুনা। কি ফল হলো? ঘরটা চলে গেল! কামের কল পাতা আছে সংসারে,

এমন কল—ঢুকলি কি মরলি! আজ আর কাল। ক্যাথায় আগুন এমন কামের!

কিষ্টা বাপকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে।

কিষ্টা বাপ! আমি কি কামের জন্য কাম করতেছি। সিধে ব্যাপারটা বোঝনা। খালি পেটের গত্তটা বোজাতে জীবনটা লয় হয়ে যাবে, না? পেরানটার জন্য একটা জিনিস তো লাগে, না কি?

ক্ষেপে ওঠে ভেঙ্কায়া।

ভেঙ্কায়া ভেবেছিস, বে করলেই পেরানটা ঠাণ্ডা হবে? পেটে না খেলে পেরাণের সুখ নাই। খাবি কি? ঘরের বাঁশ-খড় টেনে চিবোলে খ্যাটনের জ্বালা মিটবে? না কি বৌ খাওয়াবে তোরে?

বাপ-বেটার কথার মাঝখানে কখন মোড়ল এসে দাঁড়িয়েছে। মেরামত করা ঘরখানা দেখে মোড়ল ভারি খুশি।

মোড়ল বাঃ, বাঃ বেশ হয়েছে!

মোড়ল এগিয়ে আসে।

মোড়ল ত্যাখতো কেমন ছিরি বদলে গিয়েছে ঘরের!

তাই বলি, যতদিন বাঁচার মানুষের মতো বাঁচ। গাঁয়ে গরীব কে না? কিন্তু তোদের মতো ভূত-জানোয়ার হয়ে কেউ বাঁচতে চায় না।

ভেঙ্কায়ার মেজাজটা তখনো তেতে আছে। মোড়লের কথা শুনে ঝাঁজ নিয়ে ছেলেকে বলে—

ভেঙ্কায়া যা, মানুষের মতো বাঁচগে যা!

মোড়ল চটিস কেন? ছেলের কাজেকম্মে মতি হয়েছে, এতো ভালো কথা! তোর বয়স হয়েছে, এ সময় সকাল-সন্ধ্যা একটু ভগমানের নাম করবি। বসে আরাম করবি। ছেলে কাজ-কম্ম করবে। দেখেশুনে লক্ষ্মী আনবি ঘরে।

ভেঙ্কায়া ঐতো ঢুকেছে হারামজাদার মাথায়। বায়না ধরেছে, বে করবে!

কিষ্টা চালার কাজে মনোযোগ দেয় কিন্তু উৎকর্ণ থাকে ওদের কথায়।

মোড়ল তো লাগিয়ে দে বিয়েটা। ভেবেছিস সারা জীবনটা এমন যাবে? সে কি হয় রে? ভগমানের রাজ্যে তা চলে না? জীবনটা কি ক্যালনা? যা, বউ নিয়ে আয় ঘরে। লক্ষ্মীর ছোঁয়া পেয়ে মরা সংসারে পেরাণ জাগবে!

মোড়লের কথায় ভেঙ্কায়ার ভিতরে কি যেন

ভাবান্তর হয়। হঠাৎ ক্ষিপ্তের মতো বলে ওঠে—

ভেঙ্কায়া তাই বলে এমন ছেলেরে কেউ মেয়ে দিতে রাজী হবে?

বাপের কথাটা কানে যেতেই হঠাৎ চালার উপর থেকে বিশাল উল্লাসে কিষ্টা একলাফে উঠোনে লাফিয়ে পড়ে।

বিকেল বেলা। মাথায় জলের কলসী নিয়ে ঘরে ফিরছে নীলম্মা।

বাড়ির কাছে এসে বেড়া ঘেঁসে নীলম্মা দাঁড়িয়ে পড়ে। কৌতূহলী হয়। সন্তর্পণে দুচার পা এগিয়ে আসে। নিজের বিয়ে সম্পর্কে বাইরের লোকের সঙ্গে কথা হচ্ছে। ওরা কথা বলছে, জ্যেঠা শুনছে। ভেসে আসা কথায় কিঞ্চিৎ লজ্জা পায় নীলম্মা। নিজেকে আড়ালে রেখে শুনতে থাকে…

পর্দায় কেবল নীলম্মার জ্যেঠাকে দেখা যায়—ভেঙ্কায়ার কথা শুনছে। মাঝে মধ্যে নীলম্মার মার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্যণীয় হয়। ভেঙ্কায়াকে বা কিষ্টাকে দেখা যায় না। ভেঙ্কায়ার কথা শোনা যায়।

ভেঙ্কায়া [নেপথ্য] ছেলের কথা বাপ হয়ে নিজমুখে কত বলবো? সঙ্গে নিয়ে এসেছি। দুচারটে কথা বললেই বুঝে নিতে কষ্ট হবে না। ছেলে আমার সোনার টুকরো! নে, কথা বল। এই কিষ্টা?

নীলম্মা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে, মজা পায়।

নীলম্মার জ্যেঠার মুখখানায় সরল বৃদ্ধের প্রসন্নতায় ভরা। জ্যেঠা তাকায় ভাবী-জামাতার দিকে, কিছু শুনতে চায়।

ভেঙ্কায়া [নেপথ্য] বল, কথা বল্!

জ্যেঠা তাকায় ছেলের দিকে।

জ্যেঠা বলো, বলো—

ভেঙ্কায়া [নেপথ্য] ছেলে আমার একটু মুখচোরা!

জ্যেঠা বিশ্বাস-সূচক ঘাড় নাড়ে।

ভেঙ্কায়া [নেপথ্য] অথচ ঘরে কথার খই ফোটে।

নীলম্মা শোনে। হাসি চাপে। নীলম্মার মার মুখে কৌতুক।

ভেঙ্কায়া [নেপথ্য] এই বাইরে এলে একটু 'অধোবদন'

হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, কাজে কম্মে পটু।
আমারে গতর নাড়তে দেবে না।

নীলম্মা শোনে লুকিয়ে লুকিয়ে।

ভেঙ্কায়া [নেপথ্য] বলে, তোমার বয়স হয়েছে। এতদিন নিজের হাতে সব করেছো। এবার একটু জিরোও।

জ্যেঠা শোনে। শুনে তারিফ করে।

ভেঙ্কায়া [নেপথ্য] বলে, ভগমানের নাম কর। সংসারের যা করবার আমিই করি। আমি বলি, একা কেন? সঙ্গে একজনকে জুটিয়ে নে। ঘরেও লক্ষ্মী আসবে, তোরও সাশ্রয় হবে।

আর দাঁড়ায় না নীলম্মা। সলজ্জমুখে জল নিয়ে চলে যায়। ঘরের পিছনের উঠোনে রাখা জালাটায় কলসির জল ঢালতে থাকে।

ক্যামেরায় ধরা পড়ে নীলম্মার মা। মেয়ে ঘরে ফিরেছে আন্দাজ করে দ্রুত এগিয়ে আসে নীলম্মার দিকে।

মা এই নীলু, নীলু। কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

মা মেয়ের কাছে আসে।

মা মহেশপুরম থেকে লোক এয়েছে। তোর জ্যেঠার সঙ্গে কথা বলছে।

মা নিজের আঁচল দিয়ে মেয়ের মুখ পরিষ্কার করে দেয়।

মা মুখের কি ছিরি হয়েছে, দেখনা। কেউ দেখলে বলবে, শেওড়া গাছ থেকে পেতনি নেমে এসেছে। আয়, চুলটা আঁচড়ে দিই।

মেয়েকে ধরে ঘরের দাওয়ার দিকে টেনে নিয়ে যায় মা।

নীলম্মা আঃ ছাড়ো। কাম আছে না।

চুল আঁচড়াতে ভেতরে তেমন কোন অনিচ্ছা নেই নীলম্মার।

মা এখন তোমার কাম না করলেও চলবে। যদি বলে পাঠায়, মেয়ে দেখাও।

মা মেয়েকে টেনে নিয়ে যায়।

নীলম্মা এমন করো…ভালো লাগে না।

নীলম্মাকে সামনে বসিয়ে মা চুল আঁচড়াতে

থাকে মেয়ের। চুলের জট ছাড়াতে থাকে আর বলে চলে—

মা কথাবার্তা সব পাকাপাকি হয়ে গেল। ছেলের বাপ বলেছে, আর দেরী করবে না। সামনের মাসে একটা ভালো দিন দেখে, শুভ কাজটা সেরে ফেলবে।…ছেলে তো এয়েছে…একবার দেখবি ?

ঘোর অনিচ্ছার ভাব দেখিয়ে মেয়ে আরো আঁট হয়ে বসে।

মা একটু লাজুক…গুরুজনের উপর ভক্তিছেদ্দা খুব! আমার পছন্দ হয়েছে।

চিরুনির টান লাগে চুলে।

নীলস্মা আঃ লাগে!

মা ছেলের বাপ নাকি তোকে দেখেছে! দেখেই পছন্দ করেছে।

নীলস্মা কে ?

মা ছেলের বাপ।

নীলস্মা ঘুরে তাকায় মায়ের দিকে…নীলস্মা অবাক!

নীলম্মা আমাকে দেখেছে ?

মা হ্যাঁ।

নীলম্মা কোথায় ? কোথায় আবার দেখলো ?

মা নীলম্মার মাথাটাকে সোজা করে দেয়, চুল আঁচড়ে দিতে থাকে।

মা তুই জঙ্গল থেকে ডালপালা ভেঙে মাথায় বোঝা করে ফিরছিলি…বর-কনে নিয়ে মিছিল যাচ্ছিলো। তুই ছুটে গিয়েছিলি দেখতে। বিয়ের বাজনা শুনে আর তারই মধ্যে তোকে দেখে ছেলের বাপ তক্ষুনি ঠিক করে ফেলেছে। ঠিক করেছে, ছেলের সঙ্গে এ-মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে।

নীলম্মা শোনে। সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করে নেয়। চোখে মুখে দুষ্টুমি ফুটে ওঠে। চুল বাঁধা ততক্ষণে হয়ে গেছে।

নীলম্মা দেখেছে না হাতী।

নীলম্মা টান হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

গাঁয়ের পুরোহিত বিয়ের মন্ত্র পড়ছে তারস্বরে। অনাড়ম্বর ভাবে কিন্তু আর নীলম্মার বিয়ে হচ্ছে। ঘরে তেমন কিছু থাক বা না থাক—

বিয়েতে সাজগোজের একটু বদল তো হবেই। ওদেরও হয়েছে। কিষ্টার এতদিনের খালি গায়ে একটা নতুন জামা উঠেছে, কাপড়খানা খাটো হলেও নতুন। নীলম্মার নতুন শাড়ি, নতুন জামা। দুজনের মাথায় কাগজের টোপর। বর-কনে দুটিকে বেশ খুশিই মনে হয়। বারান্দা-গুলোতে গাঁয়ের মেয়েমহল দল বেঁধে বিয়ে দেখছে। গাঁয়ের কেউ ছেলের মতিগতি নিয়ে একটু কটাক্ষও করে। কিন্তু তা আমাল পায় না। অন্যজন বোঝায়, বাউণ্ডুলে জীবন—অমন একটু হয়েই থাকে। গরীবের সংসারে ছেলে জোয়ান হলেই হোল। এমন লক্ষ্মী বউ যেখানে যাবে সেখানে মরা ডালেও ফুল ফুটবে। নীলম্মার জ্যেঠা কনে-কর্তার গাম্ভীর্য নিয়ে বসে আছেন বিয়ের আসনে। সব মিলিয়ে কিষ্টা-নীলম্মার বিয়ের অনুষ্ঠানে আড়ম্বর না থাকলেও আনন্দ ছিল—যেমন চিরকালই হয়ে থাকে গ্রাম-গঞ্জের গরীব ঘরে।

দুজোড়া পা হেঁটে চলেছে গ্রামের পথ ধরে—পায়ে গাঢ় করে হলুদ মাখানো, তার উপর আলতার আলপনা চিহ্নিত পা ফেলে বর-কনে হেঁটে চলেছে। যে পায়ে ভর দিয়ে এ দুনিয়ায় চলতে হবে, বাঁচতে হবে খেটেপিটে, তাকে ওরা বিয়ের দিনে বোধহয় মনের মতো করে সাজিয়ে গুজিয়ে নিতে চায়।

ভেঙ্কায়া আগে আগে যাচ্ছে। তার মাথায় পাগড়ি— ছেলে বৌ নিয়ে সদর্পে ঘরে ফিরছে। বর-কনের পিছে পিছে চলছে কনের প্যাঁটরা বয়ে একটি ছেলে। গাঁয়ের একটি মেয়েও সঙ্গী হয়েছে। গাঁটছড়া বেঁধে কিষ্টা আর নীলম্মা রোদ মাথায় করে হেঁটে চলে। নীলম্মার মুখে হলুদ, গায়ে হলুদ, শাড়ি হলুদ। হলুদ বরণ কন্যাটি আজ জীবনের সব মালিন্য ধুয়ে মুছে চারদিক আলো করে চলতে থাকে। চলতে থাকে সেই পথে—যে পথ ধরে একদিন বাজনা-বাদ্যি বাজিয়ে সেই বাহারে পালকি যাচ্ছিল বর-কনে নিয়ে। নীলম্মা এদিক ওদিক তাকায়। হয়তো মনে পড়ে সেই মিছিলের জলুস, হয়তো মনে পড়ে মিছিল দেখে ফেরার পর মজাদার সেই ছেলেটার কথা···আম চুরি করে একা একা যে ঘুমিয়ে থাকে ভরা দুপুরের গাছ তলায়। নীলম্মা একবার কিষ্টার দিকে দ্রুত তাকায়— হ্যাঁ এইতো সেই মানুষটা···তার শাড়ির সঙ্গে ওর পরনের কাপড়ে গেঁট পড়ে আছে। নাইবা থাকলো পালকি, মিছিল, বাজনা—ভিতরে ভিতরে ভরপুর হয়ে নীলম্মা চলতে থাকে, সহজ, সচ্ছন্দ, খুশি।

রাতের অন্ধকারে ঝিঁঝিঁপোকার দল একটানা ডেকে চলেছে। অন্যদিন এসময় ভেঙ্কায়ার ঝোপরা অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

আজ আলো জ্বলছে। ঘরের ভিতর দুটি প্রাণী জেগে রয়েছে—কিষ্টা আর নীলম্মা। ঘরের মধ্যিখানের খুঁটিটার গায়ে বসে পিঠের চুল বুকের উপর ফেলে এক মনে আঁচড়ে যাচ্ছে নীলম্মা। বিয়ের স্বাদটি যাতে না ফুরোয় তাই বিয়ের পর বেশ কয়েকটা দিন হলুদ শাড়ি-খানা পরে থাকাই নিয়ম। নিঃস্ব ঘরখানায় হলুদ শাড়ির বউটি ঝকমকে হয়ে চুল আঁচড়ায়। পাশে ছেঁড়া পাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে কিষ্টা দেখে হঠাৎ-পাওয়া নতুন সুখে কিষ্টা বড় খুশি।

নীলম্মা উঠে দাঁড়ায়। পিঠময় চুল নিয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে কিষ্টার দৃষ্টি জড়িয়ে যায়। উঠে বসে কিষ্টা। একটু এগোয়। এক সময় খপ করে নীলম্মার চুলের গোছা ধরে টান দেয়। নীলম্মা দ্রুত ঘুরে তাকায়। খানিক অস্বস্তির সঙ্গে একটু মজাও মিশে থাকে নীলম্মার চোখে মুখে। চুলে পাক দিয়ে খোঁপা করে এবার সে সিঁদুর-কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে মুখের কাছে ছোট্ট কাঠের ফ্রেমের আয়না ধরে। ধেবড়ে যাওয়া সিঁদুর কৌটাটার বদলে টকটকে বড় একটা টিপ পরতে থাকে নিবিষ্ট ভাবে। হঠাৎ—কোঁ-ও-ও—করে একটা আওয়াজ করে কিষ্টা। নিদারুণ চমকে ওঠে নীলম্মা। হাত থেকে আয়না-কৌটো মাটিতে পড়ে। নীলম্মা মজা পায়। কিষ্টার দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসতে থাকে।

ঝোপরার বাইরে ছোট্টো সেই আচ্ছাদনের তলায় শুয়ে শুয়ে ভেঙ্কায়া সেই হাসি শোনে। ঘুম আসতে চায় না। এপাশ ওপাশ করে। ভেতর থেকে হাসির যেন বিরাম নেই—না নীলম্মার, না কিষ্টার। অন্ধকার হাসি ছাপিয়ে কখনো বা কুকুরের ডাক, কুকুরে কুকুরে ঝগড়া শোনা যায়।

একা লাগে ভেঙ্কায়ার। নিঃসঙ্গ। কেমন যেন অশান্ত লাগে নিজেকে। ভেঙ্কায়া উঠে বসে শেষ পর্যন্ত।

ছোট্টো একটা পাথরের কুঁচো কুড়িয়ে নিয়ে ভেঙ্কায়া এবার উঠোনে দাগ কাটতে থাকে আপন মনে। খানিকটা বাঘবন্দীর ছকের মতো। রীতিমতো শক্ত হাতে শক্ত মাটিতে দাগ কাটে। যেন ভিতরকার এক ভয়ঙ্কর রকমের অস্বস্তির বহিঃপ্রকাশ।

ভিতর থেকে এবার কথা শোনা যায়:

কিষ্টা সেদিন যে আমার সঙ্গে কথা বললি নি!

নীলম্মা আমার খুশি!

কিষ্টা আর আজ? আজ কেন বলছিস?

নীলম্মা আমার খুশি।

কিষ্টা (ভেংচিয়ে) আমার খুশি !!!

আবার হেসে ওঠে দুজনে। খিল খিল করে হেসে ওঠে।

আর ভেস্কায়া মাটিতে ছক কেটেই চলে।

ঝোপরার ভেতরে কিষ্টা ও নীলম্মা। ঘরে ইতস্তত ছড়ানো টুকিটাকি গোছগাছ করে নীলম্মা। আর সেই ফাঁকে পড়ে থাকা আয়নাটা তুলে নেয় কিষ্টা। মুখ দেখে। তন্ময় হয়ে নিজেকে দেখতে থাকে কিষ্টা।

নীলম্মা মজা পায়। এবং এক সময়ে ছোঁ মেরে আয়নাটা টেনে নেয়। কিষ্টা বোকা বনে যায়।

নীলম্মা উঁ! দেখে!

কিষ্টা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। নীলম্মার চোখও কিষ্টার চোখে। কিছুক্ষণ ঐভাবে থাকার পর নীলম্মা হেসে ফেলে।

নীলম্মা নে।

আয়নাটা বাড়িয়ে দেয় নীলম্মা। কিষ্টা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নেয় যে ব্যাপারটা ভারি মজার। নীলম্মাকে ওর আরো ভালো লাগে। একবার তাকায় নীলম্মার দিকে, আর একবার আয়নায় নিজের দিকে। নীলম্মা এগিয়ে আসে, কিষ্টার অগোছালো একরাশ চুলের মধ্যে আলতো ভাবে হাত চালিয়ে দেয়।

নীলম্মা উঁ! মাথার যা ছিরি!

নীলম্মা এবার কিষ্টার পিছনে এসে বসে। সামনে থেকে ভাঙা চিরুনিটা তুলে নেয়। কিষ্টার কাঁধ ধরে খানিকটা ঘনিষ্ঠ হয়েই বসে।

নীলম্মা দে, তোর চুল আঁচড়ে দিই।

নীলম্মা কিষ্টার চুল আঁচড়াতে শুরু করে। আর কথা বলে। নীলম্মার জিম্মায় নিজেকে সঁপে দিয়ে কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হয় কিষ্টা।

নীলম্মা তোর লজ্জা করে না? কেমন করে এভাবে থাকিস তোরা? একটা আয়না পর্যন্ত নেই, চিরুনি নেই। কি আছে তোদের? কি নিয়ে থাকিস? থাকার মধ্যে তো একটা ঝোপরা। তাও আবার তালি দিয়ে দিয়ে……।

নীলম্মা টুক টুক করে কথাগুলো বলে আর কিষ্টার চুল আঁচড়ায়। ক্যামেরা ধীরে ধীরে

এগিয়ে আসে নীলম্মার কাছে। নীলম্মা বলেই চলে একমনে। এতোদিনের এক বেয়াড়া জীবনের প্রতি অনাস্থা জানায়। কোনো তিক্ততা নেই সেই জানানোর মধ্যে, আছে শুদ্ধতা।

নীলম্মা এভাবে বাঁচতে পারে মানুষ? কেউ বাঁচে?… তোর ইচ্ছে করে না, তোদের ইচ্ছে করে না আর একটু ভালোভাবে বাঁচতে?…

বাইরে অন্ধকার। অবিরাম ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। আর সেই আচ্ছাদনের তলায় পাথরের মতো শুয়ে আছে সেই নিঃসঙ্গ মানুষটি— ভেঙ্কায়া। খোলা দৃষ্টি ছড়িয়ে রয়েছে অন্ধকারে। নীলম্মার টুকরো টুকরো কথাগুলি ছিটিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ভেঙ্কায়ার মুখে, বুকে, সমস্ত অস্তিত্বে।

নীলম্মা দেখনা, কি আমি করি এখন। আমি তোদের ঘর পালটে দেবো। চিনতেই পারবি না তোরা। নিজেদেরও চিনতে পারবি না। তোরা কাজ করবি, বাপ-বেটায়, রোজগার করবি, আর আমি ঘরের কাজ করবো। গাঁয়ের লোকজন সব তাকিয়ে থাকবে। দেখবে আর বলবে: হ্যাঁ, ঘর বটে একটা।

সমস্ত পর্দা জুড়ে ভেঙ্কায়ার মুখখানা ভেতরে

ভেতরে অস্থির হয়ে ওঠে। যে অনাস্থা ও ঘৃণা নিয়ে ভেঙ্কায়া তার এক দুনিয়া তৈরি করেছে সেখানে শৃঙ্খলার এ-হেন অনুপ্রবেশে সে রীতি-মতো শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কারণ ভেঙ্কায়া হাড়ে হাড়ে বুঝে নিয়েছে যে শৃঙ্খলা এক অদৃশ্য শৃঙ্খলেরই নামান্তর।

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে ভেঙ্কায়া। উঠোনে তৈরি ছকের পাশে বসে ঘুঁটি চালায় এক নিস্ফল আক্রোশে, চেঁচিয়ে ওঠে—

ভেঙ্কায়া ছক্কা !!!

ঘরের ভেতরে নীলম্মা চমকে ওঠে। বাপের চিরদিনের সঙ্গী কিষ্টাও। গা ছম ছম করে ওঠে। পরিবেশটাও।

কিষ্টা বাপ খেলছে।

নীলম্মা একা ?

বাইরে থেকে আবার সেই চিৎকার শোনা যায়।

ভেঙ্কায়া ছক্কা !!!

মনে হয়, ভয়ঙ্কর এক আক্রমণ, যুদ্ধের ঘোষণা।

ভোরের আলো তখনো ভালো করে ফোটেনি।

গ্রাম থেকে ভেসে আসে মোরগের ডাক। ভেঙ্কায়ার ঘর যেমন বরাবর দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিক নিস্তব্ধ।

ছোট্টো একটু কাশি। ছোট্টো আচ্ছাদনের তলা থেকে মনুষ্যেতর প্রাণীর মতো বেরিয়ে আসে ভেঙ্কায়া। উঠোনের মাঝখানে দাঁড়ায়, আকাশের দিকে তাকায়, এগিয়ে আসে বড় পাথরটার দিকে, পেচ্ছাব করবার জন্য দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে কি একটু ভাবে ভেঙ্কায়া, পেছনের দিকে তাকায়। দেখে, দরজা বন্ধ। কিন্তু খুলতে কতোক্ষণ! ভেঙ্কায়া পেচ্ছাব করে না, সরে যায় কয়েক পা, আবার পেছনে তাকায়, আবার সরে যায়। এমনি করে সরতে সরতে একটি নিশ্চিন্ত জায়গায় এসে দাঁড়ায় ভেঙ্কায়া, তাকায়, বসে পড়ে। এইভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ আড়াল করে সামাজিক সম্ভ্রমবোধের সঙ্গে মোটামুটি এক ধরনের সন্ধি করে ভেঙ্কায়া তার ভোর-বেলার নিয়মিত প্রস্রাব-কার্য সমাধান করে। এবং এইভাবেই "শৃঙ্খলা"-র সঙ্গে তাকে একটা রফা করে নিতে হয়।

কুয়ো তলায় গ্রামের মহিলাদের জটলা। জল তোলে, কাজ করে, কথা বলে। কলসী হাতে নীলম্মা এসে দাঁড়ায়, পরনে বিয়ের দিনের হলুদ রং-এ ছোপানো সাড়ি। কুয়োতলায় এসে নীলম্মা একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। নরসম্মা

দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে। ওপাশ থেকে আসে আর একটি মেয়ে, নাম রাজাম্মা।

নরসম্মা দেখ, দেখ, নতুন বৌকে দেখ গো। চোখ খুলে দেখ!

রাজাম্মা কেমন টুকটুকে বৌটা, দেখ না গো!

জনৈক বৃদ্ধা তবু যদি রাত্তিরে একটু ঘুমুতে পারতো।

রাজাম্মা কেন গো? রাত্তিরে তোমার সোয়ামী তোমাকে ঘুমুতে দেয় না?

সবাই হেসে ওঠে। স্বভাবতই লজ্জা পায় নীলম্মা। মধ্যবয়সী এক মহিলা, কোলে কাঁদুনে এক শিশু, এগিয়ে আসে।

মধ্যবয়সী দেশ কোথায়?

নীলম্মা কেশবপুরম।

মধ্যবয়সী বাপ মা আছে?

বৃদ্ধা শুনিস নি? জ্যেঠার সংসারে মানুষ। বাপ নেই।

অন্য মহিলা ভাই বোন?

আর একজন জমি জমা?

কথার পৃষ্ঠে কথা। তার ওপর জল তোলা, জল ঢালা, কাঁদুনে শিশুর কান্না। সব মিলিয়ে গ্রামের সকালের স্বাভাবিক তৎপরতা ফুটে ওঠে।

২য় বৃদ্ধা সোয়ামীকে পছন্দ হয়েছে তো?

মরসম্মা হয়নি আবার। দেখছো না, কেমন টসটসে দেখাচ্ছে মুখখানা।

আবার সবাই হেসে ওঠে।

রাজাম্মা কি নাম তোমার, ভাই ?

নীলম্মা নীলম্মা।

কলসী কাঁধে ফিরে আসে নীলম্মা। একা নীলম্মা। আশেপাশে কেউ নেই, দ্বিতীয় প্রাণীর কোনো ইশারা নেই। নীলম্মা উঠোন পেরিয়ে আসে। উঠোনের কোণে রাখা বড় কলসীটায় জল ঢালে। হঠাৎ আওয়াজ শোনা যায়—কু···!!! নীলম্মা দেখে, একটা উঁচু পাথরের ওপর বসে রয়েছে কিষ্টা। চুপচাপ। নীলম্মার একটা শাড়ি দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে বসে আছে চুপচাপ। আর হাসছে। শাড়ি জড়ানোর আমেজে মৃদু দুলছে শরীরটা।

নীলম্মা এগিয়ে আসে।

নীলম্মা ওটা আমার শাড়ি।

কিষ্টা হাসছে, দুলছে, শাড়িটা দিয়ে আরো জড়িয়ে নিচ্ছে নিজেকে।

নীলম্মা হ্যাঁ, আমার।

কিষ্টা হাসছে, দুলছে। নীলম্মা এগিয়ে যায় আরো।

নীলম্মা দে।

কিষ্টা হাসে, মাথা নাড়ে—না, দেবে না।

নীলম্মা ছিঁড়ে যাবে। দে, বলছি।

নীলম্মা এগিয়ে যায়। কিষ্টা উঠে দাঁড়ায়। নীলম্মা আরো এগোয়, কিষ্টা লাফিয়ে পড়ে উঠোনে। নীলম্মা সাড়ি ফেরত চায়, কিষ্টা মাথা নাড়ে। একজন এগোয়, আর একজন পিছোয়। এইভাবে চলে কিছুক্ষণ। চলতে চলতে সমস্ত ব্যাপারটা একটা মজার খেলায় দাঁড়ায়। ছুটোছুটি, দৌড়োদৌড়ি চলে উঠোন-ময়, উঠোনের বাইরেও।

এবং শেষ পর্যন্ত নীলম্মা ধরে ফেলে কিষ্টাকে।

সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল শোনা যায়। নীলম্মা বা কিষ্টার নয়। অন্য অনেকের।

দেখা যায়, কয়েকজন বৃদ্ধ উঠোনের বাইরে থেকে এতোক্ষণ সব দেখছিল, মজা পাচ্ছিল—যা এরা দুজন একেবারেই দেখতে পায় নি। লুকিয়ে লুকিয়ে বৃদ্ধরা যুবক-যুবতীর এই দৌড়ঝাঁপ দেখছিল।

নীলম্মা লজ্জা পায়। কিষ্টার মতো মানুষও অস্বস্তি বোধ করে। নীলম্মা উঠোন পেরিয়ে ঘরে ঢোকে, ভয়ে ভয়ে।

বৃদ্ধরা আবার হেসে ওঠে। কিষ্টা এবার রীতিমতো রেগে যায়। এগিয়ে আসে প্রায় মারমুখো হয়ে। থমকে দাঁড়ায়। কি করবে ভেবে পায় না।

জনৈক বৃদ্ধ লজ্জা কি! আমরা একটু দেখছিলাম আর কি!

আবার হাসি—বৃদ্ধদের সমবেত হাসি। কিষ্টা রাগে ফেটে পড়তে চায় কিন্তু পারে না।

কিষ্টা (নীলাম্মাকে) ঘরে কে যা। বেরুবি নি! দরজা ভেজিয়ে দে!

যা বলা হয় নীলম্মা তাই করে। কিষ্টা এবার অবলোকনকারীদের আরো কাছে আসে।

কিষ্টা তোমরা সব পেয়েছো কি? ঘরের একটা ইজ্জৎ নেই?

মাঠের মধ্যে সারি সারি তালগাছ। ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ। ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্।

কিষ্টা তালগাছের মাথায় বসে ডাল কাটছে।

ঠক্ ঠক্ ঠক্। এক রাশ তালগাছের ডাল মাথায় কিষ্টা এগিয়ে আসছে নিজেদের উঠোনের দিকে।

নীলম্মা উঠোনে রান্না করছে।

মাথা থেকে ধপাস করে ডালের বোঝাটা নামায় কিষ্টা। নামিয়ে হাঁপ ছাড়ে।

নীলম্মা কি ব্যাপার? কি হবে এসব দিয়ে?

কিষ্টা বেড়া হবে। তোকে ঘিরে রাখবো।

ভারি খুশি খুশি লাগছে কিষ্টাকে। কিষ্টা এগিয়ে আসে।

কিষ্টা রান্না করছিস? চাল কোথায় পেলি?

নীলম্মা তোর বাপ এনেছে?

কিষ্টা বাপ এনেছে!

কিষ্টা দেখে, বাপ শুয়ে আছে আচ্ছাদনের তলায়।

কিষ্টা বাপ!

নীলম্মা আঃ ঘুমুচ্ছে! খেটেখুটে এসেছে, বুড়ো মানুষ, ঘুমুতে দে। রান্না হয়ে গেলে একবারে তুলে দেবো।

নীলম্মা উনুনের হাড়িটায় ঢাকা দেয়। ঘরে ঢোকে। কি সব টুকিটাকি নিয়ে পরক্ষণেই বেরিয়ে আসে নীলম্মা।

কিষ্টা কোথায় চললি ?

নীলম্মা চান করে আসি।

কিষ্টা তাড়াতাড়ি ফিরিস।

নীলম্মা না, ফিরবো না। ডুবে মরবো।

নীলম্মা বেরিয়ে যায়। কিষ্টা দাঁড়িয়ে থাকে।

ভেঙ্কায়া কেশে ওঠে। উঠে বসে, আড়মোড়া ভাঙে।

ভেঙ্কায়া কোথায় ? রান্না হোলো ?

কিষ্টা হচ্ছে। চান করতে গেছে।

ভেঙ্কায়া জায়গা ছেড়ে উঠে আসে। উনুনে ভাত ফুটছে।

কিষ্টা বাপ, চাল কোথায় পেলি ?

ভেঙ্কায়া স্বগ্গ থেকে তোর মা পাঠিয়ে দিয়েছে।

বোঝা যায়, ভেঙ্কায়ার মেজাজটা বেশ চড়া সুরে বাঁধা রয়েছে। কিষ্টা স্বভাবতই কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করে।

ভেঙ্কায়া মাগ্না আসেনি চাল। বাবুর বাড়ি খেটে

আনতে হয়েছে। যা কোনো দিন করিনি নিজের মাগ-ছেলের জন্যে, তাই করতে হোলো। করতে হোলো পরের বাড়ির মেয়ের জন্য। বোঝা বয়ে কোমরখান ভেঙ্গে গিয়েছে। শালো, বোঝাও এক একখানা। কোমরখান নাড়ানো যাচ্ছে না।

হঠাৎ আরো ক্ষেপে ওঠে ভেঙ্কায়া।

ভেঙ্কায়া আর আমি পারবো না কাম করতে। একথা বলে দিলাম। হ্যাঁ।

তালগাছের ডালের ওপর সেই মুহূর্তে ভেঙ্কায়ার নজর পড়ে।

ভেঙ্কায়া এগুলো কি?

কিষ্টা বেড়া করতে হবে।

ভেঙ্কায়া বেড়া! কিসের বেড়া! কেন?

কিষ্টা হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হয় না। গাঁয়ের দশটা লোক দশ রকমের। ঘরে মেয়েছেলে এসেছে। একটা ঢাকা দরকার না?

বেশ খানিকটা ভারিক্কি চালে কথাগুলো বলে কিষ্টা। ভেঙ্কায়ার বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ছেলের জীবনে পরিবর্তন আসছে। স্বভাবতই ভেঙ্কায়া এই পরিবর্তনে আদৌ খুশি নয়।

ভেঙ্কায়া কার বাগান সাবাড় করেছিস ?

কিষ্টার ভেতরটা এবার গুলগুলিয়ে ওঠে। অর্থাৎ চুরি বিত্তায় যে সে বাপের চাইতে কম যায় না এই কথাটাই সে ভেঙ্কায়াকে বোঝাতে চায়।

কিষ্টা বল্‌তো, কার বাগান ?

তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে শেরিদার। ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে।

শেরিদার কি করেছে ? বাগানটাকে ন্যাংটো করে দিয়েছে ! আস্পর্দ্ধা !

প্রশস্ত উঠোনের মাঝখানে ভেঙ্কায়ার সংসার খেতে বসেছে—ভেঙ্কায়া ও কিষ্টা। খেতে দিচ্ছে নীলম্মা। জানোয়ারের মতো ক্ষুধার্ত ভেঙ্কায়া আপন মনে খেয়ে চলেছে। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই কোনো দিকে।

ক্ষিপ্ত শেরিদারের চিৎকার শোনা যায়। শুনেই ভেঙ্কায়া বুঝতে পারে কি ঘটবে এখন। খাবার নিয়ে সটকে পড়তে চায়। কিন্তু কোথায় পালাবে ? উঠোনের এক কোণে সরে যায়, উল্টো দিকে তাকিয়ে খেতে থাকে।

শেরিদার গালি বর্ষণ করতে থাকে।

শেরিদার কোথায় হারামজাদা? ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া দেখাচ্ছি।

শেরিদার উঠোনে এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে এক মুনিষ।

শেরিদার এই যে! কোথায়, কোথায় রেখেছিস চোরাই মাল? এই তো! সরাতে পারেনি দেখছি। (মুনিষ-কে) নে, তোল!

কিষ্টা ছুটে আসে শেরিদারের কাছে। নিলম্মা উঠে দাঁড়ায়। ভয়ে কাঠ হয়ে যায়।

কিষ্টা আপনার পায়ে পড়ি, হুজুর। এবারকার মতো মাফ করে দেন। এই আমি নাকমলা খাচ্ছি, কানমলা খাচ্ছি হুজুর।

কিষ্টা শেরিদারের পা জড়িয়ে ধরে, মাথা ঠোকে, নানা ভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করে। শেরিদার ক্ষেপে ওঠে, লাথি মেরে ফেলে দেয় কিষ্টাকে।

কিষ্টা আমি শোধ দেবো হুজুর, গায়ে গতরে খেটে শোধ করবো। হুজুর! আমার মা বাপ।

শেরিদার চোপ হারামজাদা। কথা বলতে শিখেছো। চোপা ভেঙে দেবো তোমার, হারামজাদা।

শেরিদার এগিয়ে যায় ভেঙ্কায়ার কাছে। ভেঙ্কায়া খেয়েই চলেছে।

শেরিদার তোদের এই বাপ বেটাকে ভিটেছাড়া করবো। সাপের বাচ্চা কোথাকার! চামচিকের বাচ্চা।

নিলম্মা এক কোনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভয়ে থ' হয়ে যায়।

শেরিদার ফিরে আসে ডালের বোঝার কাছে। মানুষটা তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, কিষ্টা আবার পায়ে পড়বার চেষ্টা করছে।

শেরিদার (মুনিষকে) হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস? তোল! (কিষ্টা-কে) তুলে দে, হারামজাদা।

কিষ্টা ভারি বোঝাটাকে মুনিষের মাথায় তুলে দেয়। পরক্ষণেই ভেঙ্কায়ার দিকে তাকিয়ে কেঁদে ওঠে।

কিষ্টা সব নিয়ে যাচ্ছে আর তুই বাপ একটা রা কাটলি না।

ভেঙ্কায়া খেয়েই চলেছে,

কিষ্টা বাপ, কিছু বল বাপ!

শেরিদার বলবে কি বাপ? একি তোর বাপের বাগান! তোর বাপ সমেত চৌদ্দপুরুষ উজাড় করে দেব…আমার জিনিষে হাত! সাহস কত!

ভেঙ্কায়ার খাওয়া প্রায় শেষ…নির্বিকার ভাবে আঙুল চাটছে। শেরিদার চলতে থাকে। লোকটি পাতা মাথায় অনেকটা এগিয়ে চলেছে।

শেরিদার [চেঁচিয়ে] সোজা ওগুলো নিয়ে গিয়ে আমার গোয়াল ঘরের চালায় পেতে দিবি…চালাটা একেবারে লজ্ঝর হয়ে আছে।

চলতে চলতে ঘুরে দাঁড়ায়।…

শেরিদার বাবুর বাড়ির কাম বন্ধ করে দেব তোদের। প্যাটে মারবো।

এবার হন্‌হন করে যেমন এসেছিল তেমনি চলে যায় শেরিদার। কিষ্টা দেখে ওরা পাতা নিয়ে চলে যাচ্ছে। বাপের দিকে তাকায় কিষ্টা। নীলম্মা বিভ্রান্ত তাকিয়ে থাকে। কিষ্টা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বাপের উপর…

কিষ্টা তোর চোখের সামনে সব নিয়ে গেল—তুই বাপ একটা রা কাটলি না! বসে বসে রাক্ষসের মতো গিলেই চললি!

কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই ভেঙ্কায়ার। হাত দিয়ে চেটেপুটে খাওয়া শেষ করে…উঠে দাঁড়ায়…

ভেঙ্কায়া হেঁকে বলে গেল শুনলি না? প্যাটে মারবে! মার! বেবাক গাঁটাকেই তো মারতেছিস! কিছু বাকি রেখেছিস!

আঁচাবার উদ্দেশ্যে এগোয় ভেঙ্কায়া। গভীর গলায় বলে—

ভেঙ্কায়া কিষ্টা, কামের কলে পড়লি কি, তুইও গেলি!

কথার শেষ দিকটায় ক্যামেরা নীলম্মার উপর গিয়ে পড়ে। নীলম্মার কাছে কথার অর্থটা তেমন স্পষ্ট হয় না। নীলম্মার মুখে অজানা আশঙ্কার ছায়া।

একদিন সকালে গ্রামের পথে পথে জমিদারের ঘোষকের ঢ্যাড়া বাজতে থাকে। একটা পথের মোড়ে ঘোষককে ঘিরে ছেলে বুড়ো মেয়ে জোয়ানদের ভিড়। ঢ্যাড়া পিটে চলেছে ঘোষক। এখান ওখান থেকে লোক ছুটে এসে জড়ো হয়। দেখা যায় ভেঙ্কায়া ছুটে আসছে। পিছনে অনেকগুলো বাচ্চা—অনেকেই উলঙ্গ। ভেঙ্কায়া আর বাচ্চার দল ভিড় ঠেলেঠুলে ঘোষকের একেবারে কাছে চলে যায়। ওখানে

কিষ্টাকে দেখা যায়। সে এসে আগে ভাগেই হাজির হয়েছে। ঘোষক খানিকক্ষণ বাজিয়ে তড়বড় করে ঘোষণা জানাতে জাকে—

ঘোষক আগামী পূর্ণিমায় গাঁযের জমিদার স্বর্গত পিতার নামে মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবেন। পূজার শেষে অন্নদান হবে। পুণ্যাত্মা জমিদার নিজে হাজির থেকে অন্নদান করাবেন। সবাই হাজির থেকো—

নীলম্মা উঠোনে এসে পথের দিকে তাকায়। দূর থেকে ঘোষণা ভেসে আসে। ক্যামেরা গ্রামের উপর দিয়ে চলে। পাহাড়ী পথের উপর দিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরের লোকজন যাচ্ছে মন্দিরের দিকে।

প্রখর মধ্যাহ্নে একটা গাছতলার ছায়ায় বসে আছে ভেঙ্কায়া। একটা ভারি বস্তা মাথায় করে একজন চাষী তার ঘর থেকে বেরোয়। ভেঙ্কায়া দেখে।

ভেঙ্কায়া কি যায়? চাল?
চাষী চাল।
ভেঙ্কায়া যাবে কোথায়? বাবুর বাড়ি?
চাষী আর কোন চুলায়?

কৃষকের গলায় বিরক্তি। ভেঙ্কায়া কেমন মজা পায়। আর একজন কৃষক তার ঘর থেকে ভেট নিয়ে বেরোয়। ভেঙ্কায়া দেখে, মজাটা বাড়ে। আর একজন চাষী আনাজ ভর্তি ঝুড়ি নিয়ে যায়। ভেঙ্কায়া দেখে। এমনি চলে কিছুক্ষণ… খণ্ড খণ্ড চিত্র…ঘি-র হাঁড়ি, কাঠের বোঝা, ফলের ঝুড়ি। অন্নদানের ভেট যেন ফুরোয় না। যেন গাঁখানা উজাড় করে জড়ো হতে যাচ্ছে বাবুর বাড়ি…আর ভেঙ্কায়া, দর্শক ভেঙ্কায়া এক জান্তব মজা নিয়ে দেখছে। শেষ পর্যন্ত ভেঙ্কায়া এগিয়ে আসে ক্যামেরার কাছে। ক্যামেরায় ধরা পড়ে ভেঙ্কায়া।

ভেঙ্কায়া পুণ্য করে বাবু, রক্ত যায় উয়াদের! মর শালো, মর !!

যেন শোষণে ক্লিষ্ট মাটিতে দাঁড়িয়ে এক নতুন দুর্বাশা অভিশম্পাত করছে!

মন্দির থেকে নেমে আসছেন শুচিশুভ্র বেশে জমিদার। রাজকীয় পদক্ষেপ। পিছন পিছন দেখা যায় শেরিদার আর পূজার উপকরণ হাতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে। সামনে অসংখ্য ক্ষুধাক্লিষ্ট মানুষ। জমিদার ওদের দেখেন। হঠাৎ এক সময়ে শেরিদার চেঁচিয়ে ওঠে—

শেরিদার বল, বল—সীতারামজী কি ?
অল্প লোক জয় !

শেরিদার আরো হামলে পড়ে···

শেরিদার দীনবন্ধু মহাত্মা জমিদারজী কি ?

কাঙালীতে গিজগিজ করছে প্রশস্ত উঠোনটা। তারা এবার জয়ধ্বনিতে ফেটে পড়ে। জমিদারের মুখ প্রসন্ন।

কাঙালীর দল জয় !!

শেরিদারের ঘোষণা আবার শোনা যায়।

কাঙালীর দল জয় !!!

প্রচণ্ড উৎসাহে চিৎকারে ফেটে পড়ে কাঙালীর দল···ক্যামেরা এলোপাথারি এগিয়ে চলে। জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস উথালপাথাল। ক্যামেরা ঐ ধ্বনির সঙ্গে পাল্লা রেখে অস্থির ভাবে চলতে থাকে···এবং শেষ পর্যন্ত ধরে ভেঙ্কায়াকে। পাগলের মতো জয়ধ্বনি করছে ভেঙ্কায়া। দুহাত তুলে, লাফিয়ে জয়ধ্বনি দিচ্ছে···ক্যামেরা ভেঙ্কায়ার উন্মত্ত জয়ধ্বনির কাছে থেমে থাকে। ভেঙ্কায়ার পাশে কিষ্টাকে দেখা যায়। কিষ্টাও সমান উৎসাহে চেঁচাচ্ছে।

ক্যামেরার দুরন্ত ছোটাছুটি চলে ভিড়ের মধ্যে। অন্নের কাঙাল মানুষগুলো একবেলা পেটপুরে খাবার লোভে যেন উন্মত্ত হয়ে ওঠে। জয়ধ্বনিতে উত্তাল জনতার মধ্যে বাচ্চা, বৃদ্ধ, মেয়ে, জোয়ান—সব রকম মানুষই হাজির। মায়ের কোলের ক্ষুদে বাচ্চাটা পর্যন্ত দুহাত তুলে বলে—জয়! জয়!

জয়ধ্বনি দিতে দিতে নিরন্ন জনতা এগিয়ে আসে জমিদারের দিকে। সবার শেষে আসে লাম্বাডি মেয়ের দল। রঙিন পোষাক, রূপোর গয়না, হাড়ের চুড়ি পরে এই অদ্ভুত সমাজের মেয়েরা নিজেদের প্রচণ্ড দুঃখ কষ্টের উপর কি এক ক্ষমতায় যেন সৌন্দর্যের স্পর্শ বাঁচিয়ে রেখেছে। লাম্বাডি মেয়েরা নাচের তালে তালে গান গেয়ে এগিয়ে আসে। সংসারে অনটন, জীবনে অনন্ত সংকট তথাপি দুঃখ জয় করে শরীর দুলে ওঠে নাচের ভঙ্গীমায়, বেদনা-বিলাপ ছড়িয়ে পড়ে গানের সুরে। দুঃখকে পদানত করে দুঃখী মানুষের এক পবিত্র অহংকার গানে-নাচে এগিয়ে আসে ক্ষুধার মুখোমুখি। এই সব মানুষের মধ্যে কিষ্টা আর ভেঙ্কায়া দুহাত তুলে জমিদারের জয়ধ্বনি দিতে থাকে নিদারুণ উত্তেজনায়।

বিকেল বেলায় গ্রামের হাট সরগরম। হাটের

কেনা বেচার মধ্য দিয়ে ক্যামেরা এলোমেলো চলতে থাকে। নানা কণ্ঠের মিলিত আওয়াজের গুঞ্জন, চেঁচামেচি। এক সময় ক্যামেরা কিষ্টাকে ধরে। একটা দোকান থেকে মিঠাই কিনছে কিষ্টা। পয়সা মিটিয়ে একটা মিঠাইতে কামড় বসায়।

অনেক রাত। ঘরের ভিতর খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে নীলম্মা কিষ্টার কেনা মিঠাইতে কামড় দেয়। এধারে কিষ্টা নিজেও কনুইএ ভর দিয়ে শুয়ে মিঠাই খাচ্ছে। দুজনে পরমানন্দে খেতে থাকে। দুজনে তাকিয়ে থাকে দুজনের দিকে। নিঃশব্দে খাওয়া…নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকা…নিঃশব্দে হাসি।

নীলম্মা তোর বাপকে দিবি না?

কিষ্টা হাসে। মাথা নাড়ে।

নীলম্মা দিবি না?

কিষ্টা না।

নীলম্মা কেন?

কিষ্টা লজ্জা করে!

নীলম্মা এ নিয়ে আর কথা বলে না। মিঠাই খাওয়ার এই সৌখিনতাটুকু এ মুহূর্তে তার ভালোই লাগছে। ভালো লাগছে নিশুতি

রাতে দুটি প্রাণীর এই জেগে থাকা, কথা বলা, চেয়ে থাকা। কিষ্টাকে বড় আপন লাগে। নিবিড় হয়ে ওঠে নীলম্মার ভিতরটা।

নীলম্মা তোকে একটা কথা বলবো।
কিষ্টা কি কথা ?
নীলম্মা বলবো ?
কিষ্টা বল।

নীলম্মা নিঃশব্দে হাসতে থাকে।

কিষ্টা বল !
নীলম্মা কানে কানে বলবো !
কিষ্টা বল।

কিষ্টা মুখ ফিরিয়ে কাৎ হয়ে শোয়—পিঠটাকে নীলম্মার দিক করে। নীলম্মা আস্তে আস্তে প্রায় হামাগুড়ি দেবার মতো করে আসে··· কিষ্টার কানের কাছে মুখ নিয়ে যায়। হঠাৎ বেশ জোরে তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে—কু-উ-উ-উ···

কিষ্টা তড়াক করে ঘোরে। নীলম্মা ছিটকে যায় পিছনে।

ভেস্কায়া দাওয়ায় শুয়ে ছিল। আওয়াজ শুনে চমকে ওঠে। ঈষৎ বিরক্তি চোখে। আবার নড়েচড়ে শোয়।

ঘরের ভিতর নীলম্মা মুচকি হাসে।

নীলম্মা এবার না, ঠিক বলবো।

কিষ্টা না, বলতে হবে না।

নীলম্মা সত্যি বলবো।

কিষ্টা বল্।

নীলম্মা কানে কানে বলবো।

কিষ্টা না!

নীলম্মা সত্যি বলছি বলবো।

কিষ্টা সত্যি?

নীলম্মা সত্যি সত্যি সত্যি—তিন সত্যি।

কিষ্টা তাহলে বল্।

কিষ্টা আগের মতো কাৎ হয়ে শোয়। নীলম্মা এগোয় আগের মতো। কানের কাছে মুখ রাখে আগের মতো। কিষ্টা কানের কাছে সতর্কতা মূলক হাত রাখে। নীলম্মার মুখ কিষ্টার কানের কাছে ঘন হয়ে থেমে থাকে।

কিষ্টা বলেছিস?

নীলম্মা না!

কিষ্টা বল্।

হঠাৎ কি শুনে কিষ্টা তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে।

কিষ্টা এঁ্যা!!

দিনের বেলা। দুপুরের কাছাকাছি এসে দিনটা প্রখর হয়ে আছে। এক সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়িতে জাঁতা পেষাই করছে নীলম্মা। পাশে পা ছড়িয়ে জাঁতায় ডাল পিষছে আর একটি মেয়ে রাজাম্মা। নরসম্মাও এই বাবুর বাড়ি কাজ করতে আসে। নরসম্মা খড় জড়ো করে গোয়াল ঘরে নিয়ে যেতে যেতে নীলম্মাকে বলতে থাকে—

নরসম্মা পেরথম পোয়াতি, সাবধানে চলতে লাগে। এখন বুঝে সুঝে না চললে নিজের শরীরটাও যাবে, পেটেরটারও বিপদ ডেকে আনবি।

নরসম্মা গোয়াল ঘরে চলে যায়। নীলম্মা নিঃশব্দে পা ছড়িয়ে বসে একমনে জাঁতা পিষে চলে। নরসম্মা ফিরে এসে ওদের কাছাকাছি বাঁশের খুঁটিটার কাছে বসে।

নরসম্মা আর এ কেমন কথা? মরদ দুটায় গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াবে, আর ভাত জোগাবে মেয়েমানুষ।...ঘরের মানুষ জানে? কি জানে তো? বলেছিস?

জাঁতা পিষছে নীলম্মা।

নীলম্মা জানে।

জাঁতা পিষেই চলেছে নীলম্মা।

রাজাম্মা কিছু বলে না?

নীলম্মা কাজ করেই চলেছে একটানা। তাকে ক্লান্ত দেখায়।

নরসম্মা কি? বলে কি?
নীলম্মা বোঝে না!

নীলম্মাকে নিদারুণ অসহায় লাগে। চক্রাকারে জাঁতা ঘুরে চলে।

খর রৌদ্রে ঝাঁ-ঝাঁ করছে চারদিক। দাওয়ার কাছে খানিক ছায়া। ওখানে বাপ-বেটায় সেই বাঘবন্দী খেলার মতো ছক কেটে অট্টা-ছেট্টা খেলছে। ঘুঁটি চালে, চাল দেয়। দুজনেই খেলায় মেতে আছে। মনের মতো দান পড়লে চেঁচিয়ে উঠছে কখনো ভেঙ্কায়া, কখনো কিষ্টা।

অপরের বাড়ি সারাক্ষণ খেটেখুটে পয়সা জোগাড় করে কিছু কেনাকাটা করে এসময় নীলম্মা ঘরে ফিরছে। মাথায় চালের পুটলি, হাতে ছোট্ট তেলের শিশি—নীলম্মা উঠোনে ঢুকে ওদের একটু লক্ষ্য করেই ঘরে ঢুকে যায়।

বাপ-বেটার তেমন ভ্রূক্ষেপ নেই। খেলার নেশায় মেতে আছে। একবার বাপ হারে তো আর একবার জেতে…এবং হার-জিতের সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসও চলে সমান তালে…কথাবার্তাও চলে টুকরো টাকরা…উত্তেজনাজনিত হাঁক… খেলায় মশগুল বাপ-বেটা…

নীলম্মা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, হাতে হাঁড়ি…হাঁড়িটাকে উনুনের কাছে বসিয়ে উঠোনের কোণে রাখা জল আনতে যায়… জলের মটকার পাশে দেখা যায় ঘাস আর ডালপাতার বোঝা।

নীলম্মা এসব হাটে নিয়ে যেতে হবে না?

নীলম্মা জল নিয়ে উনুনের পাশে বসে…ওরা খেলায় ব্যস্ত…

নীলম্মা কানে কিছু যাচ্ছে?
কিষ্টা হাট উঠে যাচ্ছে না!

কথাটা বলেই কিষ্টা দান চালে হাঁকড়ে।… উনুন ধরাবার আয়োজন করে নীলম্মা।

নীলম্মা শুকিয়ে খড় হয়ে গেলে কেউ পয়সা দেবে? ঘরে বসে ঐ চিবুতে হবে তখন।

ভেঙ্কায়া দান চালতে গিয়ে নীলম্মার কথা শুনে বিরক্ত হয়···দান আর চালা হয় না।···উঠে দাঁড়ায়।

ভেঙ্কায়া যারে, হাটে যা।

কিষ্টা খড় চিবিয়েই যেন এতকাল বেঁচে ছিলাম। হুঁ।

ডালপাতার বোঝা মাথায় তুলে নিতে যায় কিষ্টা।

কিষ্টা যাচ্ছি! চললাম! নে বাপ বোঝাটা তুলে দে।

ভেঙ্কায়া মাথার তলায় হাত রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল দাওয়ায়। একটা বোঝা কিষ্টার মাথায় তুলে বাকি বোঝাটার দিকে তাকায়—

ভেঙ্কায়া এ বোঝাটা কি পড়ে থাকবে?

কিষ্টা নিজেরটা মাথায় রেখে চলতে থাকে।

ভেঙ্কায়া এটা নিলি না?

কিষ্টা এঃ, দুটোই আমি নেব!

অগত্যা অসীম বিরক্তি নিয়ে ভেঙ্কায়া দ্বিতীয় বোঝাটা নিজের মাথায় তুলে নেয়। বাপ-বেটায় হাঁটমুখো চলতে শুরু করে। পাশে

রান্নাঘরে চুপচাপ বসে ওদের দিকে তাকায় নীলম্মা। যেতে যেতে ভেঙ্কায়া বলতে থাকে—

ভেঙ্কায়া যখন তোর মা ছিল এমন করে কোনকালে গতর খাটাতে হয়নি—এমন কথাও শুনতে হয়নি!

বিশাল মাঠ সকালের রৌদ্রে ঝকঝক করছে। খোলা মাঠের এ-প্রান্ত থেকে শতাধিক বলদের গাড়ি ছুটে আসছে বিপরীত প্রান্তে। বলদ-গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা চলছে—গ্রামীন জীবনের চমকপ্রদ এক উত্তেজক দৃশ্য। নানা গ্রামের অসংখ্য দর্শকের চিৎকার আর হুল্লোড় মাঠজুড়ে বিশাল উল্লাসে ফেটে পড়ছে। এ-গাড়ি টপকে যাচ্ছে ও গাড়ি···কোন গাড়ির বলদ পা মচকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, কোনো বদল গাড়োয়ানের প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও ছুটে যায় ভিন্নপথে। বিরাট মাঠের মধ্যে মানুষ আর জন্তু মিলে প্রচণ্ড এক উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। মাঠের যেদিকে চোখ যায়, অসংখ্য বলদের গাড়ি। উত্তেজিত গাড়োয়ানের তাড়নায় বলদগুলো পাগলের মতো ছুটছে। জনতার চিৎকার চলছে তো চলছেই! শেষ পর্যন্ত কয়েকটা গাড়ির মধ্যে প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ হয়। দৌড়ের শেষ সীমায় লাল পতাকা উড়ছে। জমিদারের শেরিদার সেখানে

দণ্ডায়মান। চূড়ান্ত ফলাফলের মুখে বলদগুলো ঊর্দ্ধশ্বাস ছুটছে, গাড়ির চাকা ঘুরছে ঘূর্ণিবেগে, গাড়োয়ান উদ্দাম···চারপাশের জনতা চূড়ান্ত উত্তেজনায় দিগ্‌বিদিগ কাঁপিয়ে তুলছে উল্লাসে।

প্রতিযোগিতা শেষ। জমিদারের বলদ জিতেছে দৌড়ের লড়াইয়ে। বিজয়ী বলদের গাড়িটাকে সাজিয়ে গ্রামের পথে মিছিল করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গাড়ির মধ্যে উঠে বসেছে কিছু উৎসাহী জমিদারের অনুরক্তের দল। চমৎকার করে সাজানো হয়েছে গাড়িটাকে। বাজনা বাজছে। পতাকা উড়ছে। এ-পথ থেকে সে-পথে বিজয়গর্বে মিছিল এগিয়ে যায়। পথের দুপাশে জমাট মানুষ। যারা নিতান্তই নানা কারণে মাঠে হাজির হতে পারেনি তারা বাড়ির কাছে অপেক্ষা করে। মিছিল আসার আগেই বাজনা-বাদ্যির আওয়াজ ঢুকে পড়ে গ্রামে। রাস্তার ধারে, এ-বাড়ি ও-বাড়ির গলিঘুঁজির ফাঁকে ছেলে-বুড়ো মেয়ে-মরদরা উৎকণ্ঠ অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

মিছিল চলেছে বলদ নিয়ে। সাজানো গাড়ি, সাজানো বলদ। বাজনা বাজে, বাদ্যি বাজে। জমিদারের পাইক-বরকন্দাজ বিজয়ী পতাকা

তুলে চলে আগে আগে। জমিদারের বিজয়-মিছিল ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে যেতে থাকে।

শোভাযাত্রার থেকে বেশ দূরে একটা উঁচু টিলার উপর বসে ছিল ভেঙ্কায়া আর কিষ্টা। আজকের এই কাণ্ডটায় বাপ-বেটা নিজেদের মতো একটা মজায় মশগুল হয়ে আছে শূন্য মাঠের চূড়োয় একটা টিলায়। মিছিলের জৌলুষ, জমিদারের বিজয়-মহিমা ভেঙ্কায়ার মধ্যে কেমন একটা ঘোর এনে দেয়। আর এই ঘোর তাকে একটা নতুন খেলায় মাতিয়ে তোলে। বাপ-বেটা এই খেলায় মেতে ওঠে। এ-এক প্রশ্নোত্তরের খেলা। নিষ্কর্মা পিতা-পুত্রের এক নিদারুণ কৌতুক। ভেঙ্কায়া শূন্য মাঠের টিলায় বসে হেঁকে প্রশ্ন করে, ছেলে উত্তর দেয়।

ভেঙ্কায়া বাদ্যি-বাজনা কার?
কিষ্টা বাবুর!
ভেঙ্কায়া পাইক-পেয়াদা কা—র?
কিষ্টা বা—বুর!
ভেঙ্কায়া ভূমি জমি কা—র?
কিষ্টা বা—বুর!
ভেঙ্কায়া ফসল-গোলা কা—র?
কিষ্টা বা—বুর!
ভেঙ্কায়া বলদ জেতে কা—র?

কিষ্টা বা—বুর।

এবার বাপ-বেটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকে—বাবুর। বাবুর। বাবুর॥ যে মানুষ গ্রামের সর্বস্ব তার এক ক্ষিপ্ত বন্দনায় উত্তেজিত হতে থাকে দুজন সর্বহারা।

ধান পড়ছে উঁচু থেকে মাটিতে আর ধুলো উড়ে যাচ্ছে দূরে। ক্যামেরা ধানের গা বেয়ে উঠতে থাকে উপরে। উঁচু একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে নীলম্মা কুলো থেকে মাটিতে ধান ফেলছে। ক্যামেরা এগিয়ে যায় নীলম্মার মুখের কাছে। ধান ঝাড়াইয়ের কাজ করছে নীলম্মা। বোঝা যায় আশেপাশে কাজ হচ্ছে ধান মাড়াই-এর, ধান ঝাড়াইয়ের।

ক্যামেরা গ্রামের মানুষের নানা কাজের দৃশ্যের উপর দিয়ে চলতে থাকে—কখনো ফসলের কাজে, কখনো ধানের ক্ষেতে, কখনো বাদামের ক্ষেতে, কখনো বাড়ি তৈরীর কাজে—নীলম্মাকে দেখা যায় এই কাজ-কামের মধ্যে। অক্লান্ত কাজ করে যায় নীলম্মা। নির্বাক নির্বিকার নীলম্মা একাজ সেরে ওকাজে যায়—বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। হয়তো বা ভরসা নেই ঘরের দুটি মানুষের উপর। যা করার তাকে একাই করতে হবে।

এরকমই চলছিল। একদিন নীলম্মা কুয়োতলায় জল তুলছে—কুয়োর গভীর তলা থেকে দড়ি-বাঁধা জলের বালতি টেনে তুলছে। নীলম্মাকে ক্লান্ত লাগে, দড়ি টানতে পারে না ভালো করে। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে যায় নীলম্মার। দড়িটা হাত থেকে খসে পড়ে। কুয়োর দেয়ালটা শক্ত করে ধরে। আওয়াজ করে কপিকলের ভেতর দিয়ে দড়ি গড়াতে থাকে দ্রুত। নীলম্মা নিজেকে কোনমতে সামলাবার চেষ্টা করে।

পর্দায় একের পর এক নীলম্মার নানা কাজের খণ্ড খণ্ড দৃশ্য ভেসে আসে—কাজ, কাজ আর কাজ। কাজের দৃশ্য সরে যায়, আবার আসে—যায় আসে, যায় আসে। এই অবিরাম খাটুনির অক্লান্ত জীবনের উপর দিয়ে নীলম্মার এক একটা নিঃসঙ্গ দিন ফুরোয়, মাস ফুরোয় …পেটের ভিতর বাচ্চাটার বয়স বাড়ে। নীলম্মার এই নিঃসঙ্গ দিন যাপনের খণ্ড দৃশ্যের উপর দিয়ে একটা ঘুমপাড়ানী গান একটানা ভেসে বেড়ায়। নিঃসঙ্গতার মধ্যে কোথায় একটু সুখের ঝিলিক জাগে—অনুভব করে পেটের ভিতরের সেই সুখের বিন্দুটিকে যা ক্রমশ বাড়ছে, বাড়ছে।

সন্ধ্যার আবছায়ায় ক্যামেরা নীলম্মার ঘরের বেড়া ধরে এগিয়ে চলে। চলতে চলতে ক্যামেরা নীলম্মাকে ধরে। দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে আছে নীলম্মা…শূন্য দৃষ্টি…ক্লান্ত…স্পষ্ট বোঝা যায় নীলম্মা অসুস্থ। নীলম্মা একা।

দূর থেকে একটা পুটলি হাতে নিয়ে রাজাম্মা আসছে। নীলম্মার ঘরের পাশের পথ ধরেই আসছে নীলম্মা ওকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে উঠোনের ধারের দেয়ালটা ধরে কোনমতে দাঁড়ায়। রাজাম্মা ওর কাছে আসে।

রাজাম্মা কেশবপুরম্ যাচ্ছি। মাসির বাড়ি। তোর বাড়িতে কিছু বলতে হবে?

প্রায় অবশ গলায় নীলম্মা বলে—

নীলম্মা বলিস, ভালো আছি।

কেমন ভালো আছে রাজাম্মা ভালো করেই জানে। নীলম্মার চোখ-মুখের অবস্থা দেখে এ নিয়ে আর কথা বাড়ায় না। কেমন মায়ায় ভরে ওঠে রাজাম্মার মনটা। হয়তো ভাবে, নীলম্মার পেটের বাচ্চাটার খবর অন্তত তার মাকে জাননো উচিত।

রাজাম্মা আর কিছু বলতে হবে?

নীলম্মা মাথাটা অল্প নাড়ে। রাজাম্মা কেশবপুরমের উদ্দেশ্যে যাবার উপক্রম করে। হঠাৎ নীলম্মার কি মনে হয়। নীলম্মা ওকে বলে—

নীলম্মা শোন্।...মাকে, কেবল মাকে বলিস।

কথাটা শেষ করেই ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে ঘরের দিকে ফেরে নীলম্মা। সন্ধ্যার ফিকে অন্ধকারে একটি নিঃসঙ্গ মানুষ কেমন নিষ্প্রভ হতে হতে মুছে যায়।

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার রাত। কোথায় একটা কুকুর কঁকিয়ে ওঠে—কেঁউ কেঁউ কেঁউ। দেখা যায় ঘরে ফিরতে গিয়ে কুকুরটার দিকে ভেঙ্কায়া এক একবার মারমুখো হয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। কুকুরটা ডাকলেই ক্ষেপে উঠে খানিকটা তাড়া করে।

ভেঙ্কায়া ভাগ্, ভাগ্, ভা—গ্। শালো এঁটো খেতে এসেছে এখানে। যা, বাবুদের বাড়ি যা। মহাজনের হাঁড়ি চাটগে যা। গুড়ে সাউ-এর রান্নাঘরে সেঁধো। শালো—ভাগ্।

কুকুরটাকে নানাবিধ গালাগালি শোনাতে শোনাতে ভেঙ্কায়া নিজের উঠোনে চলে আসে। বাড়িটা নিঃঝুম।

ভেঙ্কায়া রাত কত হোলো? সব ঘুমিয়ে পড়েছে!

ভেঙ্কায়া ঘরের দিকে এগিয়ে আসে।

ভেঙ্কায়া কিষ্টা, কিষ্টা, কিষ্টা—!

কোনো সাড়া শব্দ নেই। ভেঙ্কায়া এদিক ওদিক তাকায়।

ভেঙ্কায়া কতো রাত!

দাওয়ার কাছে যায় ভেঙ্কায়া।

ভেঙ্কায়া ও কিষ্টা!

ভেজানো দরজার কাছে যায়।

ভেঙ্কায়া কিষ্টা! ঘরে আছিস?
নীলম্মা [নেপথ্য] না।
ভেঙ্কায়া না! তা সে খবরটা এতক্ষণ জানাতে কি হচ্ছিল!

ভেঙ্কায়ার গলা রুক্ষ শোনায়—

ভেঙ্কায়া কোথায় গেছে? কিছু বলে গেছে?
নীলম্মা [নেপথ্য] না!

ভেঙ্কায়া না।

দাওয়ার দিকে ভেঙ্কায়া এগোয়।

ভেঙ্কায়া ঘরে আজ আর আলো জ্বলেনি বুঝি?
নীলম্মা [নেপথ্য] না।
ভেঙ্কায়া না! তো থাকো সব অন্ধকারে!

কেমন এক ধরনের মজা পায় ভেঙ্কায়া। দাওয়ায় বসতে যায়। কুকুরটা আবার দূর থেকে খেঁকিয়ে ওঠে…ভেঙ্কায়া উঠে দাঁড়ায়… উঠোনের শেষ প্রান্তে চলে যায়…তাড়া করে যেতে যেতে বলে…

ভেঙ্কায়া আজ শালো তোরে আমি…

কথা শেষ না করে দু-একটা ঢিল কুড়োয়…

ভেঙ্কায়া নাগালে পেলে তোবে আমি একেবারে শেষ করে ফেলবো!

ফিরে আসে দাওয়ার দিকে।

ভেঙ্কায়া দুদিন হাঁড়ি চড়েছে…অমনি ছোঁকছোঁকানি…

নেভা উনুন। ভেঙ্কায়া দেখে।

ভেঙ্কায়া হাঁড়ি চড়েনি আজ ?

নীলম্মা [নেপথ্য] না।

এবার বেশ বিরক্ত হয় ভেঙ্কায়া।

ভেঙ্কায়া না, না, না! না ছাড়া কি কোনো কথা নাই ?

দরজা খুলে ঝড়ের মতো বেরিয়ে আসে নীলম্মা। হাতে একটা লম্ফ।

নীলম্মা না, নেই!

নীলম্মা উনুনের দিকে ঝড়ের বেগে চলে যায়। কিষ্টা এতক্ষণে ফিরলো। উঠোনে দাঁড়িয়ে পড়ে। থমথমে অবস্থাটা বুঝতে পারে কিষ্টা।

নীলম্মা ততক্ষণে উনুন জ্বেলে ভাতের হাঁড়িটা বসিয়ে দিয়েছে উনুনের ওপর···নিঃশব্দে কাজ করে নীলম্মা···রান্নার এটা ওটা কাজের মধ্যে তার উত্তেজনা বোঝা যায়।

কিষ্টা কি হোলো ?

নীলম্মা জবাব দেয় না···মট্ করে হাঁটুতে চাপ দিয়ে দুহাতে জ্বালানীর শুকনো ডাল ভাঙে। উনুনে আগুন দেয়। কিষ্টা ভেঙ্কায়ার কাছে যায়।

কিষ্টা কি ?
ভেস্কায়া নিজের বৌকে শুধো।

কিষ্টা এগিয়ে যায় নীলম্মার কাছে।

কিষ্টা কি রে ? কি হয়েছে ?
নীলম্মা কি আবার হবে ?

নীলম্মা উঠে যায় জল রাখার বড় জায়গাটার কাছে। জল নিয়ে আসে উন্নুনের কাছে। হাঁড়িতে ঢালে।

কিষ্টা কিছু বলবি তো ?

নীলম্মা উন্নুনে কাঠ ঠেলে—

নীলম্মা আমি কি বলবো ? যা বলার গাঁয়ের লোকেরাই বলতেছে। তাদের চোখ আছে… এ ঘরের মানুষের মতো তারা না…তারা দেখে। বোঝে। শরীলে দয়ামায়া আছে তাদের।

নীলম্মা কাজ করে আর বলে চলে থেমে থেমে…

নীলম্মা বলে রাখলাম, এভাবে আমি আর পারবো না। আমার শরীলে আর সয় না।

ভেঙ্কায়া এতক্ষণ চুপ করে ছিলো, এবার মুখ খোলে—

ভেঙ্কায়া সয়না তো কাম না করলেই হয়। অত কথা কিসের?

ভেঙ্কায়া উত্তেজিত ভাবে উঠোনে পায়চারি করে…

ভেঙ্কায়া কথা শিখেছে। তেজ দেখাচ্ছে। অত তেজ ভালো না মেয়ে মানুষের।

কিষ্টা বাপকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে…

কিষ্টা বাপ।
ভেঙ্কায়া না, অত তেজের ধার ধারি না আমি।
কিষ্টা বাপ। তুই চুপ যা, বাপ।
ভেঙ্কায়া কেন? কেন চুপ যাবো? দুদিন এসেছে সংসারে আর লাঠি ঘোরাবে আমার ওপর।
নীলম্মা কি এমন অন্যায় কথাটা বলেছি আমি।
ভেঙ্কায়া না, আমি বলেছি।

ভেঙ্কায়া দ্রুত পায়চারি করে…

ভেঙ্কায়া এমন সংসারে থাকব না আমি।

ভেঙ্কায়া রাস্তায় নেমে পড়ে…

কিষ্টা বাপ, কোথায় চললি বাপ…বাপ ?

পিছন পিছন ছোটে ছেলে। বাপ একরোখা। বাপকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছে কিষ্টা। রান্না ঘরে জ্বলন্ত উনুনের পাশে নিথর হয়ে বসে থাকে নীলম্মা।

গভীর অন্ধকারে একটা ভূতুড়ে গাছতলায় বাপ-বেটাকে দেখা যায়। বাপের পায়ের কাছে বসে কিষ্টা নম্র অনুনয় করে।

কিষ্টা বাপ! মেয়েটার উপর মিছে রাগ করিস কেন, বাপ! দিন রাত খাটতেছে—মেজাজ ঠিক থাকে ? চল, ঘর চল।

ভেঙ্কায়া কে বলেছে খাটতে ?

আবার চুপচাপ। কিষ্টার গলায় অনুনয়—

কিষ্টা বাপ!

ভেঙ্কায়া এবার ছেলের সঙ্গে ঘরমুখো হয়। নিঝুম অন্ধকার। দূরে কুকুর ডাকছে। ভয়ংকর নিস্তব্ধতা। একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক।

ক্যামেরা ঘুরে আসে রান্নাঘরের কাছে। আলোটা জ্বলছে। উনুনের পাশে নীলম্মা খাচ্ছে…একা।…পাশে হাঁড়ি আর অন্যান্য দু-একটা বাসনপত্র। নিঃশব্দে খেয়ে চলেছে নীলম্মা। বড় বড় গ্রাস তুলে একমনে খেয়ে চলেছে। খাওয়া প্রায় শেষ।

হঠাৎ ভেঙ্কায়ার ফেটেপড়া আওয়াজে নীলম্মা তাকায়। উঠোনের দেয়ালের ওপাশে কিষ্টা আর ভেঙ্কায়া। ভেঙ্কায়ার চোখ জ্বলছে।

ভেঙ্কায়া ঐ দেখ, ঐ দেখ! কেমন খাচ্ছে! একা একা বসে কেমন গিলছে, দেখ! কিষ্টা তোর বউ খাচ্ছে!

দুজনে তাকিয়ে থাকে নীলম্মার দিকে।… নীলম্মা নিশ্চিন্তে চেটেপুটে খাচ্ছে শেষটুকু।… খেয়ে দেয়ে থালা সমেত উঠে যায় উঠোনের পাশে।…ভেঙ্কায়া আর কিষ্টা হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে…নীলম্মা থালাটা ধোয় আর অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলে—

নীলম্মা আমার খাওয়া লাগে। খেয়ে বাঁচতে লাগে আমার। আমার খেতে হবে। আমার জন্যে খেতে হবে যেটা আসতেছে তার জন্যে। যেটা পেটের মধ্যে বাড়তেছে তার জন্যে!

ক্লান্ত, অসুস্থ নীলম্মা খুব ধীরে ধীরে উঠে

দাঁড়ায়। স্তব্ধ ভেঙ্কায়া, স্তব্ধ কিষ্টা, স্তব্ধ সমস্ত পরিবেশ···হঠাৎ নীলম্মার কান্না মেশানো তীব্র চিৎকারে অন্ধকার খানখান হয়ে ওঠে···

নীলম্মা আমার খাওয়া লাগে!

স্তব্ধতা···অবসন্ন শরীরটা টেনে টেনে নীলম্মা বেড়াটা আঁকড়ে কোনমতে ঘরের দিকে এগোয়।

নীলম্মা হাঁড়িতে ভাত আছে দুজনার। বেড়ে নিতে হবে।

ক্লান্ত শ্রান্ত নীলম্মা ঘরের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

দিনেরবেলা। প্রচণ্ড রৌদ্র। মাটির বাড়ি তৈরী হচ্ছে। বেশ কয়েকজন মজুর খাটছে—মেয়ে পুরুষ অনেকেই। মাটির তাল এক হাত থেকে অন্য হাতে যাচ্ছে···এবং শেষপর্যন্ত যাচ্ছে তার হাতে যে দেয়াল তৈরী করছে। নীলম্মাকে দেখা যাচ্ছে মজুরদের মধ্যে। নীলম্মা কাজ করছে—মাটির তাল এ-হাত থেকে ও-হাতে এগিয়ে দিচ্ছে। কাজ করছে সবাই। নীলম্মাকে ক্লান্ত লাগে। নীলম্মার বিশ্রাম নেই।

গ্রামের পথ ধরে আসছেন জমিদার। হাতে মূল্যবান ছড়ি, অভিজাত পোষাক। সঙ্গে শেরিদার এবং সেরেস্তার কর্মচারী। গ্রামের মানুষের চোখে মুখে ত্রাস, সভয় ভক্তি, আশঙ্কা। জমিদার যে-পথে যাচ্ছেন তার দুপাশে, জমিদারের নজরের মধ্যে যে যেখানে ছিল সেখানেই করজোড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। জমিদার হাঁটছেন। নীরব, গম্ভীর, দৃষ্টি সোজা। মেয়ে-পুরুষ, বুড়ো-বুড়ি হাতজোড় করে বলে—
হুজুরের দাস, হুজুরের পায়ে গড় লাগে!

নিজেদের দাসত্ব ঘোষণা করে যে যেখানে ছিল দাঁড়িয়ে থাকে। কার ঘরের পঙ্গু হাবা ছেলেটা দরজা থেকে মুখ বাড়ায়—কেবল সে-ই প্রণাম করে না—হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে না—
হুজুরের দাস, হুজুরের পায়ে গড় লাগে!

জমিদার চলেছেন ছড়ি হাতে। হঠাৎ বেসুরো আওয়াজ কানে বাজে। জমিদার শোনেন, মুখে ভাবান্তর। দাঁড়িয়ে পড়েন। ভেঙ্কায়ার নেশায় জড়ানো গলা শোনা যায় পাশের শুঁড়িখানা থেকে—

ভেঙ্কায়া [নেপথ্য] আহাম্মকে খেটে মরে…মাতব্বরে খায়!

জমিদার ভুরু কুঁচকে তাকান শেরিদারের দিকে।

শেরিদার জ্বলে উঠে তাকায় শুঁড়িখানার দিকে।

শুঁড়িখানায় নেশায় চুর ভেঙ্কায়া। ভর দুপুরে আরো দু-একজন মেঝেয় লুটিয়ে, এলিয়ে নেশার আমেজে টালমাটাল। আহাম্মকে খেটে মরে, মাতব্বরে খায়—গানটা জড়ানো গলায় গাইতে গাইতে ভেঙ্কায়া শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে আসে। টাল সামলাতে না পেরে রাস্তাটার কাছে এসেই বাড়ির দেয়ালটা ধরে সামলে নেয়। তারপর হঠাৎ চোখ পড়ে জমিদার আর তার বাহিনীর দিকে। ভেঙ্কায়া কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে। চিরকালীন নিয়মে নেশাগ্রস্ত ভেঙ্কায়ার দুহাত কোনক্রমে প্রণামের ভঙ্গীতে জড়ো হয়।

ভেঙ্কায়া। পেন্নাম হুজুর! পেন্নাম!

জমিদার ক্রুদ্ধ। শেরিদারের দিকে তাকায়। শেরিদার এবার অগ্নিমূর্তি। ভেঙ্কায়া টলতে টলতে এগিয়ে আসে দু-এক পা। তারপর হাতজোড় করে কোমরটাকে পুরো বাঁকিয়ে নত ভঙ্গীতে প্রণাম জানাবার চেষ্টা করে। ঠিক সেই মুহূর্তে শেরিদারের প্রচণ্ড লাথি খেয়ে গোটা শরীরটা উল্টে ভেঙ্কায়া শূন্য থেকে আছাড় খেয়ে পড়ে মাটিতে। জমিদারের তৃপ্ত দৃষ্টির পাশে শেরিদার নিষ্ঠুরভাবে লাঠি চালাতে

থাকে। আর্তনাদ করে চলে ভেঙ্কায়া। অসহায় গ্রামের মানুষ নিঃস্পন্দ। গ্রামের যুবক থানু নিষ্ফল আক্রোশে কাছে দাঁড়িয়ে এই বিকট নিষ্ঠুরতা লক্ষ্য করে। তার হাতের লাঠিটা আরো শক্ত করে ধরে। কিন্তু লাঠিটা মুহূর্তের জন্যও নড়ে না। একই রকম দাঁড়িয়ে থাকে থানু। কেবল চোখের মধ্যে ব্যথা জমে ওঠে, ব্যথার মধ্যে আগুন ধিক্ ধিক্ করে!
শেরিদারের লাঠি চলেছে নির্দয়ভাবে। প্রচণ্ড আর্তনাদে মাটিতে উবু হয়ে, শেরিদারের পায়ের জুতোর উপর মুখ ঘষে চিৎকার করতে থাকে ভেঙ্কায়া। শেরিদারের জুতোর উপর নক্সাকাটা চামড়ার লাল ফুলটার পাশে ভাঙা দাঁত আহত সিংহের মতো কাতর চিৎকারে মুখ ঘষে চলে ভেঙ্কায়া।

শুঁড়িখানার পাশের গলিটা থেকে দোকনীর মেয়েটি মুখ বাড়ায়—দুটি কাতর বড় চোখের সীমাহীন বেদনায় অসহায় মানুষের ব্যথার দৃশ্য ভেসে ওঠে। তাকিয়ে থাকে গ্রামের মানুষ, তাকিয়ে থাকে মেয়েটি। ওরা দেখে—জমিদারের পদযাত্রা কিভাবে রূপান্তরিত হয় জমিদারের সংহারমূর্তিতে!

বিকেল। দরজার কাছে বসে নীলম্মা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে কাঁথা বানাচ্ছে। মার-

খাওয়া শরীরটা নিয়ে নীরবে বসে আছে ভেঙ্কায়া। ওধারে কিষ্টা চুপচাপ। এক শীতল স্তব্ধতা।

নীলম্মা গাঁয়ের পাঁচজনের মতো চলতে শিখলে এমন বিপত্তি হোতনা! কৈ আর কারুরে লাঠি-পেটা করেছে?...দিব্বি বেঁচে আছে তারা।

ভেঙ্কায়া বেঁচে আছে! কেমন বেঁচে আছে তারাই জানে!

নীলম্মা কাঁথার কাজটা রেখে দিয়ে উঠোনে টাঙানো শাড়িটা তুলতে থাকে। শাড়ি তুলতে তুলতে বলতে থাকে—

নীলম্মা হাত-পা গুটিয়ে তারা কেউ বসে নেই। তারা কাম করে।

ভেঙ্কায়া কিঞ্চিৎ উত্তেজিত...

ভেঙ্কায়া খেতে পায়—পেট ভরে? রোজ জোটে? কাম করে! কাম করে কার জন্যে? নিজের মাগ-ছেলের জন্যে? কাম করে উয়াদের জন্যে। করি না আমি এমন কাম। না!

নীলম্মা শাড়িটা নিয়ে ঘরের দিকে এগুতে থাকে।

নীলম্মা তাইতো এমন দশা হয়েছে।

ভেঙ্কায়া রাতিমতো চটে ওঠে।

ভেঙ্কায়া কি? কি হয়েছে? কি বলতে চাস তুই?

ভেঙ্কায়া সোজা এগিয়ে আসে, নীলম্মার কাছে।

নীলম্মা আমি আর কি বলি? কান পেতে শুনলেই হয় গাঁয়ের পাঁচজন কি বলে!

নিজেকে সামলাতে পারে না ভেঙ্কায়া।

ভেঙ্কায়া কিষ্টা, আমি সাবধান করে দিচ্ছি, তোর বৌরে বলে দে—

এবার গলা চড়ায় নীলম্মা।

নীলম্মা সে আবার কি বলবে? মুখ আছে তার যে বলবে? মুরোদ আছে কারো?

নীলম্মা কাপড় নিয়ে ঘরে ঢোকে। ভেঙ্কায়া তড়িৎ ঘুরে দাঁড়ায়···মাথাটাকে ঠিক রাখতে পারে না···ক্ষিপ্ত হাতে একটা কাঠ তুলে তেড়ে আসে।

ভেঙ্কায়া ফের কথা বলবি তো!···

ঘর থেকে ঝড়ের মতো বাইরে আসে নীলম্মা। সোজা তাকায়, উত্তেজনায় ফেটে পড়ে—

নীলম্মা বলবো, বলবো, বলবো!

ভেঙ্কায়া চেলা কাঠ হাতে তুলে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কিষ্টা বাপ!

কিষ্টা বাপের হাতের উদ্যত কাঠটা ধরে ফেলে। নীলম্মার চোখে আগুন, ঘৃণা···সোজা তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে···মুখোমুখি।···স্তব্ধ মুহূর্ত। ভেঙ্কায়ার হাত নেমে আসে। নীলম্মার চোখে ঘৃণা বেরোয় ঠিকরে।··· তারপর হঠাৎ ছুটে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে নীলম্মা—ঘরের পাথুরে দেয়ালে মাথা ঠুকে কান্নায় ভেঙে পড়ে নীলম্মা।

ভোরবেলা···শান্ত পরিবেশ···দূরে টিলার ওপাশ থেকে উঠে আসে ভেঙ্কায়া আর কিষ্টা। ক্যামেরা এগিয়ে যায় ওদের কাছে। কি যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভেঙ্কায়ার। কাঁটা-ঝোঁপ গাছের আড়ালে বাপ-বেটা দাঁড়িয়ে পড়ে। তাকায়।

ক্ষেতের পাশে টিলাটার উপর বেশ কিছু চাষী জড়ো হয়েছে।...বসে আছে তারা...কয়েকজন মহিলাও আছে। কেমন যেন অস্বস্তিকর পরিবেশ।...চাপা উত্তেজনা। শেরিদার আসছে হনহন করে। পিছন পিছন সেই সঙ্গী কর্মচারী। সকলে একবার তাকায়। শেরিদার এসে হাজির হয়।

শেরিদার পাঁচরকম কথা শোনার সময় নাই আমার। ফসল তুলতে হবে, লোকের দরকার। রাজি?

সবাই চুপ। শেরিদার এই চুপচাপ অবস্থাটা সহ্য করতে পারে না।

শেরিদার কি রে রাজি? বল!

সুব্বাইয়া আধা রোজ বলছেন যে!

শেরিদার আধা পুরা বুঝি না—যে-দরে আমার মজুর-মুনিষ মিলতেছে সে দর দিয়েছি। মন চায় করো, নাতো ছেড়ে দাও।

বৃদ্ধ সুব্বাইয়া সকলের দিকে তাকায়।

সুব্বাইয়া কি?

রামাইয়া চিরকাল যা হয়ে এসেছে, এখন যদি অন্য রকম বলেন!

শেরিদার চিরকাল যা ছিল, এখন তা না!

থান্নু কি হেরফের হয়েছে, ফলন কম হয়েছে ?

শেরিদার কামের লোক দুনা হয়েছে।

নরসন্মা বাইরে থেকে লোক আনা করাবেন দুনা হবে না। আমরা নিজ হাতে কাম করেছি, জমিতে যা কারকিত করার আমরাই করেছি। আর ফসল তোলার সময় বাইরের লোক ?

রাজাম্মা খরা হয়েছে সেখানে। সে আমাদের দোষ ?

থান্নু পেটের টানে তারা মরতেছে—পাঁচ পয়সার কাম পায় তো এক পয়সায় করে। ধান্ধা বুঝে অমনি আমাদেরও আধারোজে টেনে আনলেন !

শেরিদার এ্যাঁ! চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি হয়েছে খুব !

সুব্বাইয়া এভাবে পেটে মারবি বাবু ?

লিঙ্গা পেটে তো চিরকালই মারতেছেন।

থান্নু খেটে মরতেছি আমরা, পেটে মারতেছেন আপনারা !

শেরিদার মারতেছি ? তবে মর !

একমুহূর্ত অপেক্ষা না করে শেরিদার তার সঙ্গীসহ হনহন করে চলে যায়। চাষীরা চুপচাপ। সিদ্ধান্ত নিতে না পারার অস্বস্তি সকলের মধ্যে।

সুব্বাইয়া তাহলে কি করা লাগে ? কি ? বল ? কামে যাবি ?

সবাই চুপ। সঠিক কর্তব্য খুঁজে পায় না।

সুব্বাইয়া কিছু একটা ভেবে ঠিক করতে তো লাগে।

হঠাৎ রামাইয়া ফেটে পড়ে।

রামাইয়া যেতে যদি মন চায়, যাও। একবার আধা মজুরী মেনে নিলে আর কোনকালে পুরা হবে না —একথা জানা নাই?

রামাইয়া কথাটা বলেই জমায়েত ছেড়ে হনহন করে চলে যেতে থাকে। থান্নুও উঠে পড়ে।

থান্নু এমন কাম আমি করিনা, না!

প্রতিবাদে সতেজ দুজন তরুণ চাষী দল ছেড়ে চলে যেতে থাকে।…ঘুরে তাকায়। প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে বলে—

রামাইয়া উপোসে মরব, তবু এমন চামারের কাম করব না! কিছুতে না

ওরা চলে যেতে থাকে টিলার ও প্রান্ত দিয়ে যেখানে গাছের পাশে দাঁড়িয়ে সমস্ত কিছু লক্ষ্য করছিল ভেঙ্কায়া আর কিষ্টা। ওদের পাশ দিয়ে চলে যায় থান্নু আর রামাইয়া।

যারা ক্ষুব্ধ অথচ এই মুহূর্তে প্রতিবাদের সাহস নেই, অপমান বঞ্চনা সহ্য করেও যারা কোনমতে বাঁচার কথা ভাবে, বৃদ্ধ সুব্বাইয়া তাদের দিকে

তাকিয়ে থাকে। কি বলবে সে? প্রতিবাদ করে মরো? না মুখ বুজে আর কটা দিন অন্তত বাঁচো?

সুব্বাইয়া করো তোমাদের যা ইচ্ছা!

ওরা বলে, বাল-বাচ্চাদের তো উপোসে রাখা যাবে না।

মানুষগুলো আধারোজ মেনে নিয়েই মাঠের দিকে উঠে যায় সদলবল। বৃদ্ধ লাঠিতে ভর দিয়ে মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতিবাদ আর অধীনতার মধ্যবর্তী এক বিমূঢ় বৃদ্ধ!

গাছের আড়াল থেকে একটু সামনে আসে ভেঙ্কাযা। কিষ্টা পিছন থেকে বলে—

কিষ্টা বাপ! যাবো? কামে?

ভেঙ্কায়া না!

ভেঙ্কায়ার কণ্ঠস্বর দৃঢ়। দৃষ্টি কঠিন, উজ্জ্বল। হয়তো বা তার মনে হয়, শুঁড়িখানায় নেশায় মেতে উঠে সে যে-কথা বলতো, কামের কথা তুললে যে-সংসারকে সে অভিশম্পাত করতো সেই কথা, সেই রাগ, সেই জ্বালা অন্তত তুজন মানুষ পরম ঘেন্নায় উচ্চারণ করেছে! না হয় সে ভাঙাচোরা, উদভ্রান্ত, এলোমেলো কিন্তু ঐ

থাবু, ঐ রামাইয়া? গাঁয়ের মানুষ বুঝতে আরম্ভ করেছে। এক পরম প্রাপ্তি ঘটে যায় বুঝি ভেঙ্কায়ার মধ্যে; এক প্রবল বিশ্বাসে সে এখন কঠিন। না, এমন কাম করবে না সে। এমন কাম করবে না তার কিষ্টা। শক্ত, শীতল তার সিদ্ধান্ত!

ভেঙ্কায়ার দৃষ্টি সেই মাঠে যেখানে চাষীরা কাজ করছে। কাজ করছে আহম্মকের দল! কি জানি কি উদ্দেশ্যে ভেঙ্কায়া ওদিকে এগোয়। কিষ্টা বাপকে অনুসরণ করে।

কাজ কাজ আর কাজ। সবাই মিলে মাঠে কাজ করছে। মাঠ থেকে বাদাম তুলছে ওরা। মাটি থেকে উপড়ে তুলছে ছোট ছোট বাদাম-শুদ্ধ গাছ। জড়ো করছে। দূরের গরুর গাড়িতে নিয়ে তুলছে। মেয়ে পুরুষ সবাই কাজ করছে। কাজের ব্যস্ততা, ব্যস্ততা, ব্যস্ততা!

প্রখর রোদ্দুর। এক গৃহস্থ বৌ-এর দরজায় ঘুঁটে মাথায় ক্লান্ত শরীরে এসে দাঁড়ায় নীলম্মা।

নীলম্মা মা, ঘুঁটে নেবে, মা?

গিন্নী-বৌ [নেপথ্য] সেদিন তো নিলাম!

নীলম্মা আজ মোটে বিক্রী নেই মা! কেউ কিনল না!

গিন্নী-বৌ বেরিয়ে আসে। ওর মাথা থেকে ঘুঁটের ভারি বোঝাটা নামাতে সাহায্য করে। নীলম্মা ক্লান্ত মুখটা মুছে একটু দম নেয়।

হঠাৎ দেখা যায়। মাঠের একপাশের ঢালু জায়গাটায় ফসলের আড়ালে লুকিয়ে থাকা দুটো মানুষ—ভেঙ্কায়া আর কিষ্টা। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে আদিগন্ত মাঠের ফসল। সবাই মিলে ফসল তুলছে। ক্রুদ্ধ চোখে ভেঙ্কায়া দেখে মাতব্বরের ফসল ছড়ানো রাজ্য! ফিসফিস করে কিষ্টাকে বলে—

ভেঙ্কায়া কিষ্টা! আজ রাতে, রাত নিশুতি হলে এখানে আসবো! চুরি করবো!

সবার চোখের আড়ালে কি এক ভয়ঙ্কর আক্রোশের মন্ত্রণা চলে বাপ-বেটার মধ্যে।

পড়ন্ত বিকেল। দিনের মরা আলো ছড়িয়ে আছে মাঠে-পাহাড়ে। ভরা কলসী মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরছে নীলম্মা। উঠোনে ঢুকবে এসময় হঠাৎ যথেষ্ট সতর্কতা নিয়ে চলতে গিয়েও নীলম্মা পড়ে যায়। কলসী ভেঙে যায়, জল গড়িয়ে পড়ে। গর্ভবতী নীলম্মা এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মধ্যে বিপর্যস্ত পড়ে থাকে।

মাঠ। ফসলের মাঠ। ঘন অন্ধকার। হঠাৎ নিরন্ধ্র অন্ধকার ফসল ক্ষেতে যেন দলা পাকানো দুটি অন্ধকার মূর্তি নড়ে ওঠে। ভেঙ্কায়া আর কিষ্টা—তুমুল অন্ধকারে দুটো প্রাণী জানোয়ারের মতো ফসল উপড়ে তোলে, কাঁধের থলেতে পোরে। উন্মত্তের মতো হিঁচড়ে তোলে গাছ, ফসলের উপর দাপায়। যেন কি এক আক্রোশে হিংস্র-মূর্তি দুটো জন্তু সমস্ত ক্ষেত তছনছ করে কি এক ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছে। এক জান্তব ক্রোধে ভেঙ্কায়া হিসহিস করে বলে—

ভেঙ্কায়া আজ সারারাত ধরে চুরি করবো!

বাপের কথায় লাফিয়ে ওঠে ছেলে। এক সর্বগ্রাসী ক্ষুধার প্রতিশোধ তার চোখে মুখে।

কষ্টা আজ সারা মাঠটা কাঁচা চিবিয়ে খাব, বাপ!

এক সর্বনাশা খেলার তাণ্ডব চলতে থাকে সারা মাঠে। যতো না কাঁধের থলেতে ঢোকায় তার বেশি ছড়ায়, মাড়ায়, ছেঁড়ে। দুজন চোর ক্রমশ আক্রোশের দুই ভয়ঙ্কর মূর্তিতে অন্ধকার ছত্রাখান করে উল্লাসে অস্থির হতে থাকে।

হঠাৎ কুকুরের ডাক। কুকুরের ডাক তাড়া

করে আসে। ধেয়ে আসে অনেক মানুষের সোরগোল। সমস্ত মাঠ দলে পিষে বাপ-বেটা ছুটতে থাকে। তুজনে ছোটে, ছোটে। অন্ধকারে কে কোথায় বোঝা যায় না। ওরা ছুটছে, ছুটছে। পিছনে কুকুরের ডাক। মানুষের আওয়াজ। ওরা অন্ধকারে মিশে গিয়ে ছোটে। অন্ধকারে ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একসময় কুকুরের ডাক, লোকজনের আওয়াজ আর শোনা যায় না। ভীষণ স্তব্ধতা। স্তব্ধতা আর অন্ধকার। একটা বড গাছের আড়াল থেকে ভেঙ্কায়ার মুখটা এগিয়ে আসে। তারপর সমস্ত কিছুকে চূড়ান্ত বিদ্রূপ জানিয়ে ভেঙ্কায়া হাসতে থাকে—হিংস্র, বিকট, উদ্দাম হাসি। অন্য একটা গাছের আডাল থেকে কিষ্টা মুখ বাড়ায়। বাপ-বেটা তুজনে অন্ধকার কাঁপিয়ে হাসতে থাকে।

হঠাৎ একটা তীব্র ভয়ঙ্কর আর্তনাদ। নারীকণ্ঠের নিদারুণ আর্তনাদ শোনা যায়। হাসি থেমে যায়। বাপ-বেটা পরস্পরের দিকে তাকায়। তারপর ছুটতে থাকে ঘরমুখো।

বাড়ির কাছাকাছি এসে ওরা দেখতে পায় উঠোনে অনেক লণ্ঠন, অনেক মানুষ। ভেঙ্কায়া কি ভাবে।

ভেঙ্কায়া কিষ্টা, বাদামগুলা ফেলে দে! উঠোনে মানুষ!

ওরা বাদাম থলে থেকে তুলে ফেলে দেয়। চোখে মুখে বিমূঢ় প্রশ্ন। কেন? এত মানুষ কেন? এই মাঝরাতে? দুজন চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে। ঘরের দিকে এগোয়।

মাঝরাত। ঘরের সামনে ইতস্তত ছড়ানো মানুষ। মেয়ে, পুরুষ, বয়স্ক। এধার ওধার লণ্ঠন…থমথমে পরিবেশ। কারো মুখে কোনো কথা নেই। ভেঙ্কায়া আর কিষ্টা উঠোনে ঢোকে। কারো মুখে কোনো কথা নেই কিন্তু সকলেরই চোখে তিরস্কার…তীব্র তিরস্কার…চোরের মতো কিষ্টা-ভেঙ্কায়া গ্রামবাসীদের নীরব তিরস্কার ডিঙিয়ে এগিয়ে যায় দাওয়ার দিকে…কিষ্টা কিঞ্চিৎ দ্রুত পা চালিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যায়।…দাওয়ার বাইরে ভেঙ্কায়া। বৃদ্ধ মোড়ল এগিয়ে আসে ভেঙ্কায়ার কাছে…

মোড়ল এই সময়! মেয়েটাকে এইভাবে একা ফেলে যেতে হয়?

কোনো কথা বলে না ভেঙ্কায়া। অস্বস্তিকর ভৌতিক পরিবেশ।…ভয়ংকর কিছুর কথা ভেবে কিষ্টা ছুটে যায় দরজার কাছে। ঘরের ভিতর থেকে নরসম্মা বেরিয়ে আসে। কিষ্টাকে থামিয়ে দেয় যেন। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়ায়

—কিষ্টা এবং নরসম্মা। মুহূর্তের থমকে দাঁড়ানো অস্বস্তি। পরমুহূর্তে কিষ্টা দৌড়ে ঢোকে ভিতরে। নরসম্মা এগিয়ে আসে।

নরসম্মা লক্ষণ ভালো দেখি না। দাই ডাকা লাগে এখন!

সুব্বাইয়া [ভেঙ্কায়াকে] শুনলি?

ভেঙ্কায়া হুঁ!

ভেঙ্কায়া সরে যায় কিছুটা।…

মোড়ল হুঁ! কানে ঢুকলো কথাটা?

ভেঙ্কায়া শোনলাম!

মোড়ল শুনলি, এখন কিছু করা লাগে। পাষণ্ড! চল হে, ঘরের লোক এসেছে, এবার চলো!

মোড়ল লোকজন নিয়ে বেরিয়ে যায়। টুকরো-টাকরা মন্তব্য করে কেউ কেউ। কিষ্টা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।…গ্রামবাসীদের পিছন পিছন কয়েক পা আসে। যেতে যেতে নরসম্মা ঘুরে তাকায়।

নরসম্মা বসে না থেকে সময় থাকতে দাইকে ডেকে নিয়ে আয়। আমি একটু বাদেই আসছি।

গ্রামবাসীরা চলে যায়…কিষ্টা ফিরে আসে ভেঙ্কায়ার কাছে।

কিষ্টা   শুনলি, বাপ?

ভেঙ্কায়া   শুনেছি!

কিষ্টা   ডেকে নিয়ে আসবো?

ভেঙ্কায়া ছেলের দিকে তাকায়···কঠিন চাউনি।

কিষ্টা   ঐ যে বললো, দাইকে ডেকে আনতে!

ভেঙ্কায়া   পয়সা আছে? পয়সা? পয়সা ছাড়া ও মাগী এক পাও নড়েনা!

কিষ্টা   কি হবে তাহলে?

ভেঙ্কায়া   যা চিরকাল হয়েছে। সারা জীবন যা করেছি!

ভেঙ্কায়া বসে।

ভেঙ্কায়া   তোর মা···

নীলম্মা আর্তনাদ করে ওঠে···ভেঙ্কায়া তাকায় ঘরের দিকে। কিষ্টাও তাকায়। তারপর কিষ্টা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢোকে। নীলম্মা যন্ত্রণায় অস্থির। এগিয়ে যায় কিষ্টা। ওর কাছে যায়। ওর গায়ে মাথায় হাত রাখে। ছটফট করে নীলম্মা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ···কিষ্টা ভয় পায়। যন্ত্রণায় নীলম্মার শরীরটা খিচুনি লেগে ঠেলে ওঠে। হাতটা দেয়াল আঁকড়ে ধরে।···কি করবে বুঝে উঠতে পারে না কিষ্টা। বেরিয়ে আসে···ভয়-খাওয়া কিষ্টা বাপের দিকে এগিয়ে আসে···

ভেঙ্কায়া তোর মা ঠিক এমনি করে চেঁচাতো। চেঁচাতো আর আমি বসে থাকতাম উঠোনে। এমনি করে। নয় নয়টা মাংসপিণ্ড তোর মা নিয়ে এল ধরাধামে। কোনোটা মড়া, কোনোটা জ্যান্ত। জ্যান্তগুলান বেঁচে থাকে কিছুদিন। সময় যায়! যম এসে কামড় বসায়। আটটা মরে গেল এক এক করে। মরে আর আমি টেনে নিয়ে যাই শ্মশানে বাদারে। শ্মশান আর ঘর, ঘর আর শ্মশান। ডোমের জীবন!

এক ভয়ংকর ক্লেদাক্ত জীবনের ছবি তুলে ধরে ভেঙ্কায়া। কিষ্টা শোনে। ভয়ংকর স্তব্ধতা!

ভেঙ্কায়া নে, শুয়ে পড়।

ভেঙ্কায়া শুয়ে পড়ে, হাই তোলে।··· আবার আর্তনাদ করে ওঠে নীলম্মা। শুয়ে শুয়েই ঘাড় কাৎ করে ভেঙ্কায়া। কিষ্টা ভয়ার্ত।

ভেঙ্কায়া শুয়ে পড়।

ভেঙ্কায়া ঘুমোনোর চেষ্টা করে। কিষ্টা ভেঙ্কায়ার কাছে ফিরে এসে আবার তাকায় ঘরের দিকে। ভেঙ্কায়া ছেলের দিকে তাকায়, বোঝে ছেলেটা চঞ্চল হয়ে উঠছে ক্রমেই। চেঁচিয়ে বলে—

ভেঙ্কায়া হাঁ করে চেয়ে থাকলে কষ্ট কমবে ?

বসে পড়ে কিষ্টা। পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে নেয় ভেঙ্কায়া।

ভেঙ্কায়া ভয় নেই, রাতখান টিঁকে যাবে। ও আমার জানা আছে।

ভেঙ্কায়া নড়েচড়ে শোয়...

হঠাৎ প্রচণ্ড এক সাংগীতিক মূর্ছনার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় পূবের আকাশে আলোর ছোঁয়া। মোরগ ডেকে ওঠে। ভোর হচ্ছে। ক্যামেরা ফিরে আসে উঠোনে। বিধ্বস্ত ঘর, অগোছালো উঠোন। খা-খা করা প্রান্তর। বাপ-বেটা ঘুমিয়ে আছে উঠোনে। দুটো মনুষ্যেতর প্রাণী ঘুমে অচেতন।...কিষ্টার ঘুম ভাঙে।...হঠাৎ কি ভেবে কিষ্টা তাড়াতাড়ি উঠে বসে। ঘরের দিকে তাকায়। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢোকে।

ঘরের মধ্যে নীলম্মা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। গভীর ঘুম।...কিষ্টা কাছে যায় দ্রুত। বসে। মুখে আশঙ্কা! কিষ্টা নীলম্মার গায়ে হাত দেয় সন্তর্পণে। ধীরে ধীরে ডাকে। কিষ্টা ডাকে নীলম্মাকে। ডাকে। ডাকে। হঠাৎ কি যেন

বুঝতে পারে কিষ্টা। দৌড়ে বেরিয়ে আসে।···
কিষ্টা ঘুমন্ত ভেঙ্কায়াকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেয়···

কিষ্টা বাপ! বাপ! বাপ!!

ভেঙ্কায়ার ঘুম ভাঙে। লাফিয়ে ওঠে। দ্রুত ঘরে ঢোকে ভেঙ্কায়া।

দ্রুত নীলম্মার কাছে যায়। নীলম্মাকে স্পর্শ করে। হাত মুখ কপাল স্পর্শ করে। তারপর নিজের কানটাকে নীলম্মার বুকের ওপর পাতে···কিষ্টার চোখেমুখে ভয় ছাপিয়ে ওঠে। ঘরের ভেতর ঢুকতে ভয়পায় কিষ্টা। দরজাটা শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।···দৃষ্টি স্থির। ভেঙ্কায়া কান পেতে শোনার চেষ্টা করে ধুক-ধুকিটা এখনো আছে কি না। নেই। উঠে দাঁড়ায় ভেঙ্কায়া।

ভেঙ্কায়া চলে গেছে!

দরজাটা শক্ত করে ধরে থাকে কিষ্টা।···বাপের কথাটা শোনে।···স্তব্ধ মুহূর্ত।···হঠাৎ আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে ভয়ংকর চিৎকার করে ওঠে কিষ্টা। দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে যায় কোথায় কে জানে! ক্যামেরা থমকে দাঁড়িয়ে থাকে সেদিকেই কিছুক্ষণ।

বেলা বাড়ছে। গ্রামবাসীরা নীলম্মাকে শেষবারের মতো দেখে একে একে চলে যায়। উঠোনের কাছে কিছুকাল থমকে থাকে এক বৃদ্ধা। জড়ায় বিধ্বস্ত বৃদ্ধার মুখে এক নির্বাক ব্যথা ঘনীভূত হয়ে ওঠে। ঘরের ভিতর থেকে, মৃত নীলম্মার পাশ থেকে, সকলের শেষে আসে নরসম্মা। নীলম্মার এতদিনের সুখদুঃখের পাশাপাশি ছিল এই চাষী-বৌ। উঠোন ছেড়ে চলে যাবার আগে শেষবারের মতো নীলম্মার ঘরের দিকে তাকায় নরসম্মা। হয়তো নানা দিনের নানা কথা এই মুহূর্তে তার মনে ভিড় করে আসে। মধুর স্বভাব, সহিষ্ণু, ধীর, শান্ত কাজের মেয়ে নীলম্মা আর নেই—ভাবতে গিয়ে নরসম্মার সমস্ত অস্তিত্ব মুচড়ে কান্না ঠেলে আসে। উদ্গত কান্না সামলাবার প্রচণ্ড চেষ্টা করেও সামলাতে পারে না সে। নরসম্মা হু-হু করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

সাদা আকাশ। চতুর্দিকে মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা। ক্যামেরা চলে আসে দাওয়ার কাছে। পাথরের মতো স্থির বসে আছে কিষ্টা, ভেঙ্কায়া। ভেঙ্কায়া নীলম্মার তৈরী সেই কাঁথাখানায় হাত বোলায়। এক অতল স্তব্ধতার গভীর থেকে ভেঙ্কায়া ছেলেকে ডাকে—

ভেঙ্কায়া কিষ্টা।

আবার চুপচাপ। ভেঙ্কায়ার কথা ফুরিয়ে যায়, কিংবা এখনকার নীরবতায় কথা মানায় না। স্তব্ধতা গ্রাস করে বাপ-বেটা আর তাদের ভাঙা ঘর, আকাশ, বাতাস সব কিছুকে। কিন্তু জীবনটাতো এমন করে কাটে না। ভেঙ্কায়া আবার কিছু বলার চেষ্টা করে।

ভেঙ্কায়া কিষ্টা, বাসি মড়া। একটা সদ্গতি করা লাগে। কাঠ লাগে, কাপড় লাগে, ঘাট খরচা লাগে। যার কিছু জুটলো না বেঁচে থাকতে মরে গেলে তারও নতুন কাপড় লাগে। ঘরে তো একটা আধলাও নাই। কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হয়।

কিষ্টা উঠে দাঁড়ায়। হঠাৎ একটা নতুন ছন্দে ক্যামেরা চলতে থাকে। বাপ-বেটার এ-বাড়ি ও-বাড়ি, এ-মানুষ সে-মানুষের কাছে পয়সা কুড়িয়ে বেড়ানোর দৃশ্যগুলি দ্রুততালে পর্দায় ভেসে ওঠে। কৃপাঞ্জলি পাতা পিতাপুত্রের ছড়ানো হাতের উপর পয়সা পড়ছে। ভিক্ষার হাতের উপর টুপটাপ পয়সা ফেলে দয়ালু হাত। ধনীর দুয়ার থেকে ছড়ানো ভিক্ষা কুড়িয়ে নেয় নিঃস্ব মানুষ। পয়সা দিচ্ছে, পয়সা নিচ্ছে। পয়সা ছড়াচ্ছে, পয়সা কুড়োচ্ছে। প্রতিবারের দান খয়রাতের ফাঁকে ফাঁকে ধীর অতি ধীরভাবে মৃত নীলম্মার মুখের

স্তব্ধ কোমলতা ঘুরে ঘুরে যায় এক হাহাকারের মতো।

এরপর ক্যামেরা চলে আসে এক সুপ্রাচীন বটবৃক্ষের ছড়ানো-বিশাল সুগম্ভীর রহস্যে। ক্যামেরা ঘুরে বেড়ায় প্রকাণ্ড শাখা থেকে প্রশাখায়, পত্র-প্রশাখার ঘনীভূত জটিলতায়। তারপর ধীরে নেমে আসে পেশল-কঠিন স্থূলকায় কাণ্ড বেয়ে। প্রকৃতির সমস্ত দুর্যোগ, আঘাত, বিরুদ্ধতা সহ্য করে মৃত্তিকার এই অতি বলবান সন্তান, সমস্ত দুর্বিপাকে ভ্রূক্ষেপহীন দুরন্ত এই উদ্ভিদের পাদমূলে বসে আছে ভেঙ্কায়া আর কিষ্টা। সংসার-সমাজের ঝড়-ঝাপটায় পর্যদুস্ত দুটি প্রাণী এই সবল মহাদ্রুমের তলোদেশে যেন নতুন কোন শক্তির উপাসনায় বসে থাকে দুই শীর্ণ রিক্ত সন্ন্যাসীর কৃচ্ছ্রতা নিয়ে।

মহাবৃক্ষের ছায়াতলে বসে আছে ভেঙ্কায়া আর কিষ্টা। সম্মুখের মাঠে দু একটা ভাঙা লাঙলের কঙ্কাল। ভেঙ্কায়ার মুঠোভর্তি পয়সা। মুঠোটা বুকের কাছে নিয়ে চোখ বুজে আছে ভেঙ্কায়া— যেন ধ্যানস্থ যোগী। যেন সে উপলব্ধি করছে অর্থের মাহাত্ম্য, অর্থের শক্তি। যদি মুঠোর মধ্যে একে সবলে ধরে রাখতে পারো, দারিদ্র্য নেই; যদি মুঠো ভেঙে একে কেউ লুণ্ঠন করে, ধরে রাখতে হবে। কিন্তু ভিক্ষার ধনের

কতটুকু পরমায়ু! দয়ার দানে মানুষ বাঁচে? দয়া ভাবতে সুন্দর আসলে প্রতারক, বড় জটিল বিচিত্র তার আচরণ। হয়তো বা মুঠো ভর্তি পয়সা বুকের কাছে নিয়ে ভেঙ্কায়া এইসব ভাবে আর এক অভূতপূর্ব চেতনায় সে ক্রমশ আচ্ছন্ন হতে থাকে। এক গভীর ঘোরের মধ্য থেকে সে কি সব বলতে থাকে—

ভেঙ্কায়া কিষ্টা!

কিষ্টা তাকায়। ভেঙ্কায়া আবার চোখ বোজে। এক নতুন চৈতন্যে ভেঙ্কায়া কেমন অস্থির হতে থাকে ভিতরে। নেশার মতো এক আচ্ছন্নতায় সে উত্তেজিত হতে থাকে। পয়সা-ভর্তি মুঠোটা বুকের কাছে আরো জোরে আঁকড়ে ধরে।

ভেঙ্কায়া আমার নেশা লেগেছে, কিষ্টা! মুঠোর মধ্যে নড়েচড়ে, ঝমঝমায়···কত পয়সা হয়েছে জানিস —মেলা! একবার সবগুলো মুঠোয় চেপে ধর! আমার হাত ছুটো চেপে ধর! শক্ত করে ধর!

কিষ্টা বাপের ছুহাতের উপর নিজের হাত রাখে। ভেঙ্কায়ার ঘোর-লাগা এই নতুন অনুভব ধীরে সংক্রমিত হচ্ছে সন্তানের মধ্যে। বাপের এই অদ্ভুত আচার-আচরণে তার কোন প্রতিবাদ নেই, অবিশ্বাস নেই, অন্যমনস্কতা নেই।

ভেঙ্কায়া আরো জোরে…শক্ত করে ধর।

ধ্যানস্থ ভেঙ্কায়ার মুঠোর মধ্যের বিপুল রহস্যকে কিষ্টা আরো জোরে চেপে ধরে।

ভেঙ্কায়া ধরেছিস? কেমন সুখ হচ্ছে? কিষ্টা? রোজ ঘুম ভাঙলে যদি এমন মুঠো ভর্তি পয়সা থাকে? যদি না কারুর কেড়ে নেবার সাধ্যি থাকে? মুঠোর মধ্যে নড়েচড়ে এক পরমাশ্চর্য বস্তু… এর কাছে যা চাইবি সব এনে দেবে! আমার হাত-দুটো ভালো করে চেপে ধর। শক্ত করে ধর। আরো শক্ত…

এ মুহূর্তে ভেঙ্কায়ার সমস্ত অস্তিত্ব যেন ভিতরের কি এক তীব্র উত্তেজনায় নাড়া খেয়ে কি এক অমোঘ উচ্চারণে ফেটে পড়তে চায়। ক্যামেরা ভেঙ্কায়ার এই বিস্ফোরক মুখচ্ছবির উপর একাগ্র তাকিয়ে থাকে। ভেঙ্কায়া যেন নিজেকে বিদীর্ণ করে চেঁচিয়ে ওঠে—

ভেঙ্কায়া বল্—ছুমন্তর ভোজবাজি…আমারে দুবস্তা চাল এনে দাও!

উচ্চারিত হোল নিঃস্ব মানুষের আদিমতম দাবী—অনন্য সেই অন্নের আকাঙ্ক্ষা! সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্কায়ার দাবী এক প্রবল বিস্ফোরণের শব্দে

প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। যেন হাজার হাজার ভেঙ্কায়ার রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা লালসা-বঞ্চনার চূর্ণ চূর্ণ করে এমনি এক দাবীতে উত্তাল হয়ে উঠতে চায়। পর্দায় ভেঙ্কায়্যার উদ্দাম মুখ হঠাৎ শাদা আগুনে ঝলসে যায়—যেমন বারংবার এই সমাজে ঝলসে গেছে ক্ষুব্ধ নিরন্ন মানুষের ক্ষিপ্ত মূর্তি।

পর্দায় আবার জেগে ওঠে ভেঙ্কায়া। এক অদম্য আলোড়নে আরো তীব্র তার ঘোষণা—

ভেঙ্কায়া আমার নেংটিখান পাল্টে আস্ত কাপড় এনে দাও!

উচ্চারিত হোল নগ্ন, ছিন্ন বাস মানুষের অন্যতম ঘোষণা—বস্ত্র—লজ্জা আবরণের অধিকার। সঙ্গে সঙ্গে সেই বিস্ফোরণের শব্দ এবার আরো জোরালো। বিধ্বস্ত মানুষের পুঞ্জিভূত আক্রোশ দিক্‌দিগন্তে কম্পমান। শাদা আগুনে আবার ঝলসে যায় ভেঙ্কায়া। মুছে যায় ভেঙ্কায়া।

আবার ভেঙ্কায়া। আবার পর্দায় তার ক্ষিপ্ত ঘোষণা—

ভেঙ্কায়া আমার জমিতে ভাঙা ঘরখান শক্ত করে দাও!

উচ্চারিত হোল আকাশ-বাতাস তোলপাড়

করে রিক্ত মানুষের প্রবল ঘোষণা—পৃথিবীর মাটিতে পৃথিবীর সন্তানের অধিকার, মাথা গোঁজার নিরাপদ ঠাঁই-এর আশ্বাস। পিতার সঙ্গে সন্তানের কণ্ঠ মিশে গিয়ে বলে দাও— সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ নিরাশ্রয় পিতাপুত্রের রুদ্ধ-রোষ যেন ফেটে পড়ে বিপুল গর্জনে। পর্দায় আবার জ্বলে যায় ভেঙ্কায়া, মুছে যায় নিশ্চিহ্ন।

এবার পর্দায় একটি ভিন্ন মুখ। শান্ত, স্থির, শীতল একটি কমনীয় মুখ—চিরকালের মতো বুজে থাকা চোখে নীলম্মা পর্দা জুড়ে জেগে থাকে। এক বিশাল বেদনাশূন্য নীরব মুখ, যেন পর্দায় ধরে না। মুখখানা থেমে থাকে। মড়া মুখের উপর ইতস্তত মাছি—নাকে, ঠোঁটে, চোখের তলায়। মৃত্যুর গন্ধ শোঁকে…মৃত্যুর উপর বসে ডানা নাড়ে। মুখের অন্তরাল থেকে পিতাপুত্রের বুক-ফাটা আকাঙ্ক্ষা ফেটে পড়ে—

কিষ্টা-ভেঙ্কায়া [মিলিত কণ্ঠস্বর] ঐ মড়া মেয়েটার ধরে জীবন এনে দাও।

উচ্চারিত হয় বিকট সমাজের ষড়যন্ত্র ধ্বংস করে দীর্ঘ পরমায়ু আর নিবিড় ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা। ধীরে ধীরে পর্দায় নীলম্মার স্নিগ্ধ-মুখমণ্ডল একটু একটু করে পুড়ে যেতে থাকে।

পর্দার মাঝখান থেকে ছাই হতে থাকে নীলন্মার মুখ। চিতার আগুনে কাঠ ফাটার চিট্‌চাট্‌ শব্দ ে ড়া মুখের চারিদিকে। ছাই হয়ে খসে খসে ঃ মুখ ঃ মুখের ভস্ম। শেষপর্যন্ত পর্দার চারপাশে ছাই-এর দাগ রেখে ভেতর থেকে এক ভয়ংকর মহাশূন্য নীলন্মাকে গ্রাস করে নেয়।

সমাপ্ত